গ্রন্থকারের পরিচয়।

ত্রিপদী। সাংসিহড়ি কয়, বীর ভূম লেখা যায়, পুরাতন বাজারেতে স্থিত। সৎগোপ কেবলরাম, অতিবড় পুণ্যবান, কৃষ্ণ পরায়ণ সুচরিত্র ॥ কুলে শীলে মান্যমান, সদত্ত চৈতন্য নাম জপিতেন সেই মহাশয়। পর দুঃখে দুঃখি অতি, একান্ত চৈতন্যে রতি, শালগ্রাম তাহার তনয় ॥ পিতার সদৃশ জ্ঞান, ধরয়ে সে শালগ্রাম, পিতা পুত্রে দোহে হরি ভক্ত। হরি হরি নাম ধ্বনি জপে দিবস রজনী, নাম রসপানে হয় মত্ত ॥ শালগ্রামের পুত্র উজ্জ্বল নামেতে খ্যাত, উজ্জ্বলের উর্জ্জল স্বকর্ম্ম। গৃহ দ্বার ত্যাজ্য করে, তীর্থ স্থানে বাস করে, উপার্জ্জন করিবারে ধর্ম্ম ॥ রামচন্দ্র জ্যেষ্ঠ সুত, তার সুকর্ম্ম অযুত, অহিংসক দয়ালু শরীর। পর দ্রোহীতে বিমুখ, সাধুর সেবনে সুখ, বুদ্ধিমন্ত অতি বড় ধীর। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, রচিল পুস্তক গাঁথা, এ শ্যামসুন্দর দুরাশয়। শ্রোতা কর্ত্তাদের স্থানে, এই মম নিবেদনে, অপরাধ না লবে মহাশয় ॥

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

নিগূঢ়তত্ত্ব গ্রন্থারম্ভঃ।

আজানু লম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ। সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ। বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ বন্দে জগৎ প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

নমস্তে নমহ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। নমস্তে হে পরম পুরুষ পুরাতন॥ নমঃ২ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারক। বাঞ্ছা কল্পতরু দীনে হীনে উদ্ধারক॥ নমঃ২ করণ কারণ কর্ত্তা নাথ। প্রণমামি রাতুল পদে অযুত২॥ নমঃ২ চতুর্দ্দশ ভুবন ঈশ্বর। নমঃ২ মুকুন্দ মাধব গিরিধর॥ নমঃ২ সর্ব্বভুত স্থিতি দীনবন্ধু। নমঃ২ জনার্দ্দন করুণার সিন্ধু॥ নমঃ২ ব্রহ্মাণ্ড যাহার মায়া বশে। কৃতান্ত পলায় দূরে যার নাম ত্রাসে॥ ভৃগুমুনি পদ চিহ্ন যে প্রভুর হৃদে। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন শোভয়ে শ্রীপদে॥ গলেতে কুড়ারী বান্ধি দন্তে তৃণধরি। কোটি কোটি প্রণাম সে শ্রীপদেতে করি॥ প্রার্থনা করে শ্যাম মূঢ় দুরাশয়। নিদানে শ্রীপদ যেন মম চিত্তে রয়॥ শ্রীগুরু চরণামৃত করিয়া ধারণ। কহি যে অপূর্ব্ব ভাষা শুন সর্ব্বজন অমৃত সদৃশ যেই বাক্য সুরসাল। শুনিলে পাতকী তরে ধর্ম্ম যে বিশাল॥ গোবধ ব্রাহ্মণ বধ স্ত্রীবধের পাপী।এক চিত্তে শুনিলে সে হয় ব্রহ্মরূপি। গোপনীয় বাক্য যেই নিগূঢ় কথন। সাবধানে শুন ভাই হয়ে একমন॥ গুরুর আজ্ঞায়ে মুঞি করি যে রচন অবুকের ভাণ্ড বোধে পিয় বন্ধুগণ॥ শুকদেব বলে রাজা শুন পরীক্ষিত। নিগূঢ় বচন শুন হয়ে এক চিত্ত॥ দ্বারকা নগরে পূর্ব

ব্রহ্ম সনাতন। সত্যভামা সহ রাত্রে করিয়া শয়ন ।। বাক্য রস কৌতুকে দোঁহেতে দোঁহ লোভা। কোটিং চন্দ্র জিনি দোঁহা মুখ শোভা ।। শ্রীমুখের বাক্য যেন অমৃতের খান। শুনি সত্যভামা দেবী আনন্দিত মন ।। ক্ষণে পুলকিত তনু ক্ষণে অভিমানী। ক্ষণেং মূর্চ্ছাগত দেবী সুরঙ্গিণী ।। ঘনং শ্রীঅধরে অধর মিলায়। ঘন ইন্দুমুখী শ্রীবদন নেহালয় ।। পরিশর হৃদি পরে দেবী চন্দ্রা মুখী। চতুর্দ্দিক্তে যোড়করে দেবীর যে সখী ।। কোন সখী সুগন্ধি চন্দন লয়ে করে। শ্রীঅঙ্গে লেপন করে আনন্দ অন্তরে ।। মাধবী মল্লিকা যূথি পলাশ বকুল। নাগেশ্বর চম্পক টগর নানা ফুল ।। নানাজাতি মালতীর মালা কেহ গাঁথি। শ্রীঅঙ্গে পরায় কেহ হয়ে উনমত্তী ।। কুঙ্কুম কস্তুরী কেহ প্রেমানন্দে দেয়। তাহা দেখি চকোরে ভ্রমরে দ্বন্দ্ব হয় ।। তাম্বুল কর্পূর কেহ দেয় শ্রীব য়ানে। এই মতে কার্য্য সারে যত সখীগণে ।। প্রভুর হৃদয়ে থাকি সত্যভামা দেবী। আচম্বিতে কান্দি উঠে পূর্ব্ব বাক্য ভাবি নিগূঢ় কথন এই সুমধুর ভাষ। পয়ারেতে রচি কহে মূঢ় শ্যাম-দাস ।।

পয়ার। পরীক্ষিত রাজা অতি কাতর হইয়া। মুনিবরে জিজ্ঞাসয়ে চরণে ধরিয়া ।। তব মুখামৃত বাক্য অমৃতের ধার। কহ মুনি বিচিত্র কথন সুমধুর ।। গোবিন্দের হৃদে থাকি দেবী সুব দনী। কান্দিয়া উঠিল কেন কহ মহামুনি ।। বিস্তারিয়া কহ মোরে মুনি মহাশয়। সুমধুর বাক্য শুনি যুড়াকু হৃদয় ।। মুনি বলে কি লাগিয়া কান্দিলেন সতী। তার বিবরণ সব শুন নরপতি এক দিন দ্বারিকায় দেব দামোদর। সত্যভামা সহ বসি সিংহা-সনোপর ।। সত্যভামা খগরাজ আর সুদর্শন ।। এতিনের দর্প চূর্ণ হেতু নারায়ণ ।। গরুড়েরে আজ্ঞা করিলেন সনাতন। কদ-লীর বনে যাহ বিনতা-নন্দন ।। কদলীর বনে আছে রম্য সরো-বর। তাহাতে আছয়ে নীল পদ্ম বহুতর ।। রক্ষক আছয়ে তাহে বীর হনুমান। অতি প্রিয় শিষ্য সেই আমা পরায়ণ ।। তার স্থানে নীলপদ্ম আনহ সত্বরে। আজ্ঞা পায়ে গরুড় উঠিল বায়ু ভরে ।। চলিল গরুড় বীর নির্ভয় অন্তরে। উপনীত হৈল যথা
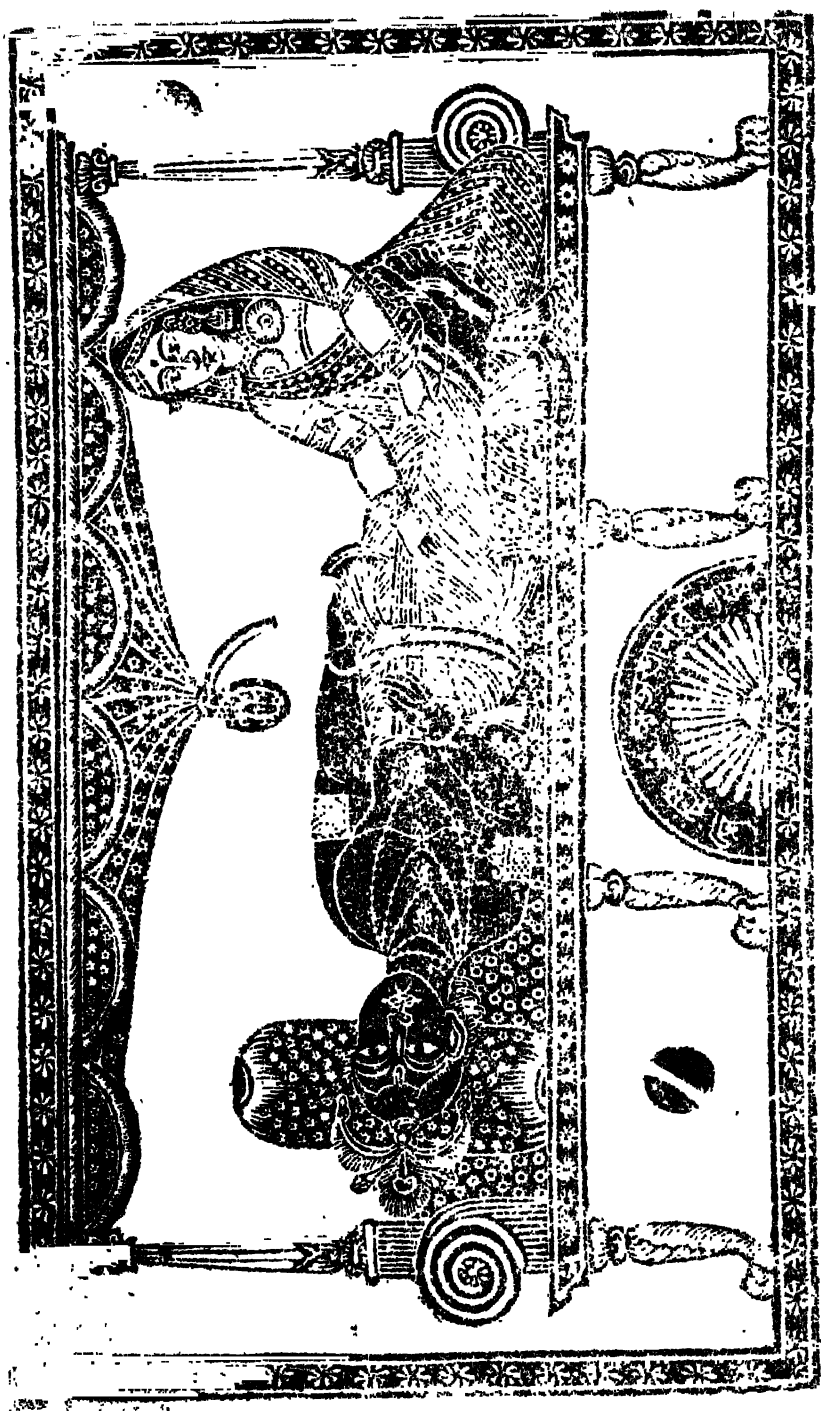
রম্য সরোবরে ॥ নীল শতদলাম্বুজ হেরিয়া নয়নে। পুষ্প চয়ন করয়ে যে বিনতা নন্দনে ॥ কদলীর বৃক্ষে বসি দেখে হনুমান। লম্ফ দিয়া আইল গরুড় বিদ্যমান ॥ দুই চক্ষু রক্তবর্ণ সূর্য্য হেন জ্বলে। ক্রোধে হনুমান বীর গরুড়েরে বলে ॥ আরেরে পাপিষ্ঠ তুই হয়ে পক্ষ জাতি। পদ্ম বন কি কারণে ভাঙ্গিস দুর্ম্মতি ॥ না জান আছয়ে হেথা কালান্তক যম। শুনিয়া গরুড় বলে করিয়া গর্জ্জন ॥ শ্রীকৃষ্ণের বাহন আমি খ্যাত চরাচর। না জানিয়া দ্বন্দ্ব কর অবোধ বানর ॥ আজ্ঞা করিলেন মোরে শ্রীমধুসূদন নীলাম্বুজ আন মোর আছে প্রয়োজন ॥ তেকারণে চয়ন করিয়ে পদ্মপুষ্প। না জানিয়া না শুনিয়া কর বৃথা দর্প ॥ আসিবার কালে মোরে দেব সনাতন। কহিলেন হনু মোর ভকত প্রধান ॥ ভক্ত হয়েনা পালিস গুরুর বচন। আরে দুষ্ট কপি তোর বধিব জীবন হনু বলে কৃষ্ণনামে গুরু নাহি মোর। পক্ষজাতি হয়ে এত অহঙ্কার তোর ॥ দোহার বাক্যেতে দোঁহে ক্রোধেতে জ্বলিল। মার মার শব্দ করি যুদ্ধ আরম্ভিল ॥ জয় রাম রাম জয় ডাকে হনুমান। দেখিতেং হৈল পর্ব্বত প্রমাণ ॥ জয় সীতা রামজয় জয় মা জানকী। জয়ং গৌর বরণ লক্ষ্মণ ধানকী ॥ যত রাম নাম বীর বলে উচ্চৈঃস্বরে। ততোই শরীর তার হয়ত বিস্তারে ॥ জয় সীতা রাম বীর বলে কুতূহলে। মস্তকে ঠেকিল গিয়া গগণ মণ্ডলে ॥ লাঙ্গুল বিস্তার হৈল শতেক যোজন। দেখিয়া গরুড় বীর হৈল অচেতন। যুদ্ধের আছুক কার্য্য দেখি কম্পকায়। গরুড় পড়িল ভূমে হয়ে মৃতপ্রায় ॥ কতক্ষণ পরে পুনঃ পাইয়া চেতন ঊর্দ্ধশ্বাসে গরুড় করয়ে পলায়ন ॥ ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় বীর পাছুনাহি চায়। উত্তরিয়া যথায় বসিয়া যদুরায় ॥ যোড় হস্তে গরুড় বলয়ে দামোদরে। বড়ই কঠিন সেই পবন-কুমারে ॥ তব আজ্ঞা না পালিল সেই দুরাচার। কহে কৃষ্ণনামে গুরু নাহিক আমার ॥ বিক্রমে বিশাল সেই মহা বলবান। যুদ্ধে পরাভব আমি হৈনু নারায়ণ ॥ মর্কট বানর ছিল রামং বোলে। মস্তক ঠেকিল গিয়ে গগণ মণ্ডলে ॥ তার ভয়ঙ্কর রূপ হেরিয়ে নয়নে। যুদ্ধ কি করিব আমি হৈনু অচেতনে ॥ মোর সাধ্য নহিল আনিতে নীলপদ্ম।

সূর্য্য জিনি চক্ষু তার মেঘ জিনি শব্দ ॥ ইন্দ্র যম বায়ু যদি যুঝে তার সনে। তথাপিহ জিনিতে নারিব কদাচনে॥ আর এক নিবেদন করি শ্রীচরণে। অধীনের অপবাদ করহ মোচনে॥ অহঙ্কার কৈনু আমি হইয়ে অজ্ঞানী। তেকারণে দর্পচুর্ণ কৈল চক্রপাণি॥ মোর সম বীর নাই সংসার ভিতর। যেই অহঙ্কার মুঞি কৈনু গদাধর॥ তার সমুচিত ফল পাইনু গোসাঞি। অপরাধ ক্ষম মোর আর কেহ নাই॥ ঈষৎ হাসিয়া খগে বলেন শ্রীহরি। পুনশ্চ হনুর নিকটে যাহ শীঘ্রকরি॥ হনুরে কহিবে তুমি করিয়ে বিনয়। আইলাম আমি রাম সীতার আজ্ঞায়॥ শুনিয়া গরুড় বলে যুড়ি দুই কর। হেন আজ্ঞা না করিহ দেব দামোদর॥ দুরন্ত বানর সেই কালান্তক যম। তার স্থানে পুনঃ না পাঠাও নারায়ণ তার সিংহনাদে মেদিনী কম্পবান। লাঙ্গুল প্রহারে মেঘ করে খানং॥ কুম্ভকার চক্রাবৃত দুই চক্ষু ঘোরে। লম্ফ পদাঘাতেতে মেদিনী যে বিদারে। দন্তোপরে দন্ত চাপি করে কড় মড়। নাসিকার দ্বারে রয় প্রলয়ের ঝড়॥ ভাগ্যে প্রাণ রহিল সে দুরন্তের হাতে। তার স্থানে পুনঃ না পাঠাহ জগন্নাথে॥ তার স্থানে পুনর্ব্বার নাযাইব আমি। ইহা ছাড়ি অন্য আজ্ঞা কর চক্রপাণি॥ গরুড়ের কাতর দেখিয়া রমাপতি। আশ্বাসিয়া কহে প্রভু গরুড়ের প্রতি। নির্ভয়েতে যাহ বাপু গরুড় সুমতি॥ প্রমাদ নহিবে তোর হনুর সংহতি॥ কদলীর পত্রাবৃত হানিতেং। চলিল গরুড় পুনঃ ভয়ানক চিতে॥ ব্যাঘ্র স্থানে যেতে যেন কুরঙ্গ ডরায়। সেই মত খগ হনুর নিকটেতে যায়॥ ত্রাসেতে কম্পিত তনু থরং করে। হনুর নিকটে বীর কহে যোড়করে॥ অবধান কর বীর পবন সন্তান। শ্রীরাম আজ্ঞায় আইনু তব বিদ্যমান॥ নীলপদ্ম লই বারে জানকী ইচ্ছিল। তেকারণে পদ্ম লৈতে মোরে পাঠাইল॥ গরুড়ের মুখে শুনি এতেক বচন। প্রেমানন্দে নৃত্য করে অঞ্জনা নন্দন॥ স্কন্ধোপরে গরুড়ে লইয়ে হনুমান। আনন্দেতে গানকরে বলিয়ে শ্রীরাম॥ ক্ষণে আলিঙ্গন করে গরুড়ের সঙ্গে। ভাসে হনু রামনাম নদীর তরঙ্গে॥ অবিরত মগ্ন বীর রামগুণ গানে। কিবা যুদ্ধ কিবা যুদ্ধে ভোজন শয়নে॥ বিশ্রাম তিলেক নাহি নামামৃত

পানে ॥ সদন্ত প্রফুল্ল তনু শ্রীরাম অর্চনে ॥ গরুড়ে স্কন্ধেতে লয়ে পবন নন্দন। অসংখ্য নীলকমল করিল চয়ন ॥ খগেরে জিজ্ঞাসে হনূ কৃতাঞ্জলি করি। কেমন আছেন কহ জনক ঝিয়ারি ॥ জনম দুখিনী তার সুমঙ্গল বল। হৃদয় অনলস্থানলে দেহত সলিল॥ দুইটি নন্দন তাঁর লব কুশ নামে। তাঁদের কুশল খগ বল মোর স্থানে। দুর্ব্বাদল শ্যাম রাম অনুজ লক্ষণ। সে দোহার সুসংবাদ কহ বলবান ॥ ভরত বাঁটুলধারি আর শত্রুঘ্ন। সবার মঙ্গল কহ বিনতা নন্দন ॥ শুনিয়া গরুড়বীর ভাবে মনে২। ইহার উত্তম আমি করিব কেমনে ॥ ত্রেতাযুগে রাম অবতার অযোধ্যাতে। দ্বাপরেতে কৃষ্ণচন্দ্র খ্যাত ত্রিলোকেতে ॥ রাম অবতারে তার লীলা যেসকল কৃষ্ণ অবতারেতে সে সব না হইল ॥ যুগান্তর বাক্য আমি কহিব কেমনে। প্রমাদে ফেলিল মোরে পবন নন্দনে ॥ প্রতারণা করি যদি কহি যে ইহারে। প্রকাশ হইলে পুনঃ কি জানি কি করে ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া খগ বলে হনূমানে। সবান্ধবে কুশলে আছেন নারায়ণে শুনি বীর বায়ুসুত গরুড়েরে কয়। আমিত হেরিব গিয়া রাম দয়াময় ॥ সূর্য্যকুল মণিরাম পতিত পাবন। হেরিয়া জুড়াবে মম তাপিত জীবন ॥ এতবলে খগে দিল কমল সঁপিয়া। চলিল ভূতলে বীর গড়াগড়ি দিয়া। গেডুবত গড়িয়া চলিল হনূমান ॥ দেহ ভরে কত গিরি করে খান২ ॥ বৃক্ষ শিলা গহ্বর কিছুই নাহি মানে॥ গড়িয়া চলিলবীর রাম দরশনে॥ রাম২রবসদা অন্য নাহি বলে। দুর্ব্বাদলশ্যাম রাম রাখ পদতলে ॥ গড়াইয়া চলে বীর ভাবেতে পূর্ণিত। পুরীর দ্বারেতে আসি হয়উপনীত ॥ প্রবেশিতে দ্বাররুদ্ধকৈল সুদর্শন। হনূরে বল্যেচক্র করিয়া গর্জ্জন ॥ সহজে বানর তুই কি বলিব তোরে। না জান অব্যর্থ অস্ত্রআমি ভয়ঙ্করে বিনা প্রভুর আজ্ঞায় না ছাড়িব দ্বার। প্রবেশ করিলে বক্ষ করিব বিদার ॥ হনূ বলে আমি রাম সীতার কিঙ্কর। তোর সম কোটি চক্রে নাহি মোর ডর॥ পুরন্দবজ্র আর শিবের ত্রিশূলে। শমনের দণ্ডেতে ব্রহ্মার কমণ্ডলে ॥ এআদি অষ্টেক বজ্র তীক্ষ্ণ২ শর। মম সনে যুঝে যদি সহস্র বৎসর ॥ তথাপিহ লোম এক খসাইতে নারে। অমর হইয়াছি মাত্র জানকীর বরে ॥ [illegible]

বীর হনুমান। এক চড়ে এখনি বধিব তোর প্রাণ ॥ আমার বিক্রম কি জানিস দুরাচার। একলম্ফে জলনিধি হইলাম পার ॥ সুবর্ণের লঙ্কা আমি করিনু দহন। অপরিমিত রাক্ষসের বধিনু জীবন ॥ জীবনের আশা যদি রাখ মূঢ়মতি। হেরিগে প্রভুকে দ্বারছাড় শীঘ্রগতি ॥ এইমত বারম্বার চক্রেরে কহিল। তথাপিহ সুদর্শন দ্বার না ছাড়িল ॥ দ্বাররুদ্ধ দেখে হনু কোপে কম্পবান। উচ্চৈঃস্বরে বলে বীরজয় সীতারাম ॥ রহং বলি চক্রের মধ্য দেশেতে। আপনার অঙ্গুলী দিলেক আচম্বিতে ॥ হনূরঅঙ্গুলেচক্র অঙ্গুরী হইল। বহু পরাক্রম কৈল নাড়িতে নারিল ॥ দিনহীন দাসশ্যাম কৃষ্ণপদ ধ্যায়ে। রচিল নিগঢ় বাক্য প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥

পয়ার। যেই নর একচিত্তে করিবে শ্রবণ। অনায়াশে মুক্তি পদ পাইবে সে জন ॥ হেলা করি যেই জন অবজ্ঞা করিবে। সেই পাপী কদাচিত উদ্ধার না হবে ॥ আয়ুযশঃ ক্ষয়হয় বিঘ্ন অতিশয় শমন দণ্ডের যাকে করয়ে সংশয় ॥ মুনি বলে একচিত্তে শুনহ রাজন। শুনিলে করয়ে কৃপা দেব সনাতন ॥ অন্তর যামিনী জগতের চিন্তামণি। দ্বারেতে আগত হনূ জানিয়া আপনি ॥ ব্যস্ত হয়ে সত্যভামা প্রতিকন হরি। এবেশ ছাড়িয়া হও জনক ঝিয়ারী সীতা হৈয়া মোর বামে বৈস শীঘ্রগতি। নতুবা প্রমাদ হৈল না দেখি নিশ্চিন্তি ॥ শুদ্ধ ভক্ত হনুরাম সীতা না দেখিলে। পদাঘাতে মহীরে পাঠাবে রসাতলে ॥ শুনি সত্যভামা কহে যোড়কর করি। কেমতে হইব নাথ জনক ঝিয়ারী ॥ মোর সাধ্য নহে নাথ সীতা হইবারে। কেমনে ধরিব আমি অন্য কলেবরে ॥ প্রভু কন সীতা যদি নারিলে হইতে। শীঘ্র উঠিযাহ তুমি অন্য আলয়েতে যাহং শীঘ্রকরি বিলম্ব না সয়। আইলপবন সুত হইল প্রলয় ॥ বিমুখী হইয়া দেবী সিংহাসন হৈতে। নামিয়া চলিল দ্রুত অন্য আলয়েতে ॥ রুক্মিণীকে ডাকিয়া কহেন সুরেশ্বর। সীতা হৈয়া মোর বামে বৈসহ সত্বর ॥ আইল তোমার ভক্ত বীর হনুমান। অশোক কাননে যেইদিল প্রাণদান ॥ শুনিয়ে রুক্মিণী দেবী বিন য়েতে কয়। সীতা হৈতে না বলিহ ওহে দয়াময় ॥ ত্রেতাযুগে সীতা হয়ে আজন্ম দুঃখিনী। কদাচ প্রফুল্ল নহে সদা বিরহিণী।

বড় ভয় লাগে প্রভু জানকী হইতে। কাননের ক্লেশ যত জাগে হৃদয়েতে ॥ ছিলাম যখন গর্ভবতী পঞ্চমাস। নিদারুণ হয়ে নাথ দিলে বনবাস ॥ দৈবের বিপাকে কভু অন্যথা না হয়। পুনর্ব্বার কি জানি কাননে যেতে হয় ॥ দুরন্ত রাক্ষস কিবা হরে পুনর্ব্বার। তবে সে তেজিবে প্রাণ এদাসী তোমার ॥ নানাবিধ যন্ত্রণা পাসরি তোমা হেরি। তোমা অদর্শনে প্রাণ ধরিবারে নারী ॥ সদা বাদ সাধে বিধি বড় নিদারুণ। রাজরাণী হব কোথা অরণ্যে গমন ॥ তেকারণে জানকী হইতে নাথ ডরি। হেন আজ্ঞা না করিহ গোলোকের হরি ॥ আশ্বাসিয়া গিরিধারী রুক্মিণীরে কয়। সীতা হও শীঘ্র করি না কর সে ভয় ॥ শুনিয়া রুক্মিণী দেবী সীতা মূর্ত্তি ধরি। রাঘবের বামে বৈসে জয় ধ্বনি করি ॥ বলরাম লক্ষ্মণ হইয়া তত ক্ষণে। শিরেতে ধরিলা ছত্র আনন্দিত মনে ॥ হেথা হনু সুদ-র্শনে অঙ্গুরী করিয়া। প্রভুর সম্মুখে যায় গড়াগড়ি দিয়া। রত্ন আসনের পরে যুগলেরে হেরে। স্তব আরম্ভিল বীর চৌত্রিশ অক্ষরে ॥ দিনহীন দাস শ্যাম কৃষ্ণ পদধ্যায়ে। রচিল নিগূঢ় বাক্য প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥

অথ চোত্রিশ অক্ষরের স্তব।

পয়ার। কৃপাকর কপিরে কমল আঁখি রাম। কদলী কাননেতে কিঙ্করে দিল স্থান ॥ কৌশল্যা কুমার রাম করুণা নয়নে। কটাক্ষেতে কদাচারে কর নিরীক্ষণে ॥ করণ কারণ কর্ত্তা কপটেরে কাল। কাঙ্গালেরে কৃপাসিন্ধু দুর্ব্বলের বল। খগ মুখে খর্ব্বজন সংবাদ পাইল। ক্ষীণ যে পদে বিক্রীত তাহে বিকাইল ॥ ক্ষত্র কুলোদ্ভব রাম ক্ষিতির যে স্বামী। ক্ষীরোদ সমুদ্রশায়ী খ্যাত সর্ব্ব প্রাণি ॥ গুহকের মিতা গোলোকের নাথরাম। গৌতম গৃহিণীরে গোসাঞি কৈলে ত্রাণ ॥ গিরি গণে তব নাম করিয়া শ্রবণ গোবধ গলিত পাপী নামেতে মোচন ॥ ঘোর সংসার তিমিরে চিত্ত ঘূর্ণমান। ঘন ডাকি ঘনেশ্যাম কর পরিত্রাণ ॥ ঘুচাইয়া এব ঘৃণা করাইতে হবে। ঘৃণা যদি কর নামে কলঙ্ক রটিবে ॥ ঙরাখ্য পঙ্কজ পদে উৎপত্তি গঙ্গার। উদ্ধারিতে ত্রিলোকের তিন ধারা যার ॥ উদ্ভিত অঙ্কুরে সদা উঠয়ে অপার। ঙনখ চন্দ্রিমা না হেরিয়া

নিরন্তর ॥ চতুর্দ্দশ বৎসর চিকুরে জটা লয়ে। চণ্ডাল উদ্ধার কৈলে কাননেতে গিয়ে ॥ চরের চিত্তের বাক্য পূর্ণকর হরি। চরণ রাতুল সদা চক্ষে যেন হেরি ॥ ছলিল মহীরাবণ রাবণ কুমার। ছদ্মরূপী ছার মতিছন্ন দুরাচার ॥ ছাড়ি ধর্ম্মাধর্ম্মে ব্রহ্মজনে না চিনিল। ছিদ্র পেয়ে উগ্রচণ্ডা তারে বলি নিল ॥ জনক জামাতা জগত জীবন রাম। জীবের যন্ত্রণা নাশিবারে রামনাম ॥ জয়রাম রামজয় যেই জীব বলে। জন্ম জঠর যন্ত্রণা নহে ভূমণ্ডলে ॥ ঝর২ প্রেমানন্দ ঝরে নীর নেত্রে। ঝঙ্কারিয়া মধুব্রত পড়ে শ্রীপদেতে ॥ ঝম্পি লম্ফ মারে ঝাট পড়য়ে ভূতলে। ঝাট২ উচ্চৈঃস্বরে রাম২ বলে ॥ ইচ্ছা হৈতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিমিষে। ইন্দ্র আদি দেব-গণ ইঙ্গিতের বশে ॥ ঈশ্বর হে রঘুবর সূর্য্য কুলমণি। ইতরে শ্রীপদে স্থান দেহ গুণমণি ॥ টলে না যেমন চিত্ত শ্রীপদ হইতে। টলমল একচিত্তে চপলা চরিতে ॥ টগর পুষ্পক পুষ্প শ্রীপদেতে দিয়ে। টোলে প্রেমানন্দ বীর ভূতলে পড়য়ে ॥ ঠাকুর হে পায় ঠেরে পদরেণু দেহ। ঠেলনা পদারবিন্দে সর্ব্বদা রাখিহ ॥ ঠেকে রিপুদায় মোর হৃদে ভক্তি সন্ধি। ঠক মূঢ়মতি মুঞি পাপিষ্ঠ অজ্ঞানি ॥ ডমরুতে ডিমি২ সদা ধরি তাল। ডাকে হর তোমারে ববম বাজায় গাল ॥ ডুবিয়া সুনামাম্বেতে কুণ্ডেতে শারদা। ডগমগি রূপা ডাকে তোমারে সর্ব্বদা ॥ ঢুলুং ত্রিনয়ন নামামৃত পানে। ঢোলে দশভুজা পড়ে আনন্দ মগনে ॥ ঢেলে অঙ্গনাম সুধা সিন্ধুর মাঝারে। ঢেউ লাগি ত্রিনয়নী ঢলং করে। নমঃ২ নারায়ণ নিজ কৃপাবলে। নর আদি বিরাজ সবার হৃদকমলে ॥ তব পদে তাপিত সঁপিল কলেবর। ত্রাণ কর ত্রাণকারী ত্রিজগতেশ্বর। তুষ্ট কর তাপিতেরে ত্রিগুণ ধারক। ত্রি আঁখির নাথ হে ত্রিজগত তারক ॥ স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি সেতু আর শূন্য। স্থাপিত যাহাকে কর সেই মহাধন্য ॥ স্থিরতা যাহার ভক্তি শ্রীপদে থাকয়। স্থল পদারবিন্দেতে হেলাতে সে পায় ॥ দৈত্যের দলনে দামোদর দয়াময়। দরিদ্রের হেম রত্ন তুমি ব্রহ্মময় ॥ দেখ নাথ পদাশ্রয় দেওহে আমারে। দৈন্য দীন মুঞি বড়ই পামরে ॥

ধৈর্য্য নাহি ধরে প্রাণ অধৈর্য্য সতত। ধর্ম্ম লোভী জনেরে না পারে অবিরত॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি প্রভু ধর্ম্মেতে স্থাপিতে। ধরা পরে অবতীর্ণ ধরণী তারিতে॥ নিন্দুকে নাশক নির্ব্বিকার নিরঞ্জন। নিরাকার সাকার কে করয়ে গণন॥ নিমিষে প্রলয় কর নিমিষেতে স্থিতি। নির্ণয় করিতে পারে হেন কার শক্তি॥ পক্ষ জনে পদদাতা পাষণ্ডদলন। পারকারী প্রেমিরে পুরুষ পুরাতন॥ পঙ্কজ পদারবিন্দে প্রণমে অধম। পদাশ্রয় দেহ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন॥ ফণীন্দ্র মুনিন্দ্র কত যোগেন্দ্র যোগেতে। ফল ফুল গঙ্গা জলেঅর্পে শ্রীপদেতে॥ ফিরি মুঞি ব্রহ্মপরে সহজের বানর কেননা ভজন হীনে হে স্বতন্ত্রেশ্বর॥ বাঞ্ছা কল্পতরু বাঞ্ছা করহ পুরণ। বানরের শিরে দেহ রাতুল চরণ॥ বিঘ্নহর বিশ্বরূপ ব্যাপিত সংসারে। বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ দেহ এদাসেরে॥ ভব ভাবে ভব পদ ভীত হয়ে অতি। ভৈরব ভাবয়ে সদা হরে আদ্যা শক্তি॥ ভ্রম মতি আমি কিছু ভজন না জানি। ভব ভীত জনে তারো ওহে চক্রপাণি॥ মানস করহ পূর্ণ মহেশের গুরু। আমার মিনতি এই বাঞ্ছা কল্পতরু॥ মুকুন্দ মুরারি হে মাধব উচ্চারণে। মগ্ন হয়ে থাকি যেন এই নিবেদনে॥ জনমিয়া জগতেতে আমি দুরাশায়। জগবন্ধু তব পদ না হৈনু আশ্রয়॥ জ্বলন্ত অনল জ্বলে হৃদের মাঝারে। জনার্দ্দন না পাইয়া তোমার ভক্তেরে॥ রহিত রয়েছি মুঞি রাতুল চরণে। রমানাথ রাখহ ভজন বিহীনে॥ রসাল কি গরল কি মধুতর নাম। রসনা না জানে স্বাদ করে স্বাত্র পান॥ ললাটে উদ্ভব চন্দ্র যেই নিশাপতি। নাভি কমলেতে হৈল ব্রহ্মার উৎপত্তি॥ লইনু শরণ আমি অভয় শ্রীপদে। লঘু নকরেরে পদ দেওহে বিপদে॥ বড় মূঢ়মতি আমি বিখ্যাত জগতে। বঞ্চিত করনা নাথ পদাশ্রয় হৈতে॥ বলিব বিরলে দীন বাঞ্ছা এই হয়। বিস্মিত হইয়া মনঃ বিপথে ভ্রময়॥ বর্জ্জিত রিপুতে সদা শর সন্ধানয়। শরজালে শরীর সমস্ত যে বিন্ধয়॥ স্বস্বপ্নে সরোজ আঁখি শিষ্যেরে কহিবে। সংসার বিষয়ানলে শরীর দহিবে॥ শুভঙ্কর একমুখে না পারে সহিবে। শম্ভু শক্তি ... ॥ ... আমি নিতান্ত কিঙ্কর

সর্ব্ব সার জানি মাত্র চরণ দুখানি ।। হের হে বারেক দাসে এই নিবেদন । হর হে দুর্ম্মতি মম হে মধুসূদন ।। হেলে জন্ম গোয়াইনু নির্ব্বোধ হইয়া । হে মাধব হেরহ করুণা করিয়া ।। ক্ষিতিপতি এখলের অপরাধ ক্ষম । খেদান্বিত জনে দেহ অভয় চরণ ।। খল জনে তোমা বিনে কে করিবে দয়া । ক্ষমহ অপরাধ করুণা করিয়া ।। চৌত্রিশ অক্ষরের স্তব সম্পূর্ণ হইল । হরিপদ ভাবি শ্যামদাস বিরচিল ।। যেইজন এই স্তব করিবে স্তবন । অনায়াসে মুক্তিপদ পাইবে সেজন ।। শনি দৃষ্টি থাকে যদি কাহার উপরে । বারেক শ্রবণে তার শনি দৃষ্টি হরে ।। আয়ু যশ বৃদ্ধি হয় বারেক শ্রবণে । সুস্থির হইয়া ভাই শুন বন্ধুগণে ।। মুনি বলে একচিত্তে শুনহ রাজন । শুনিলে করয়ে কৃপা দেব সনাতন তার পরে হনুমান কৃতাঞ্জলি করে । জানকীর স্তব করে আনন্দ অন্তরে ।।

ত্রিপদী । রামপ্রিয়া কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, ত্রৈলক্য তারিণী ব্রহ্মময়ী । রাজা জনক নন্দিনী, শ্রীরাম মন মোহিনী, পাষণ্ডদলনী দয়াময়ী ।। রাম হৃদে বিরাজিতা, ওগো মা জগত মাতা, হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি ত্রিজগতে । সত্ত্ব রজঃ তমো গুণে, ত্রিগুণে তুমি নিপুণে, হেরহ এতাপিত সুতে ।। পুরুষ কি প্রকৃতি তুমি, কে জানে মা সনাতনী, নির্ণয় না হয় আগমেতে । আগম পুরাণে শুনি, পতিত পাবনী তুমি, শ্রীপদ দেহ গো এ পতিতে ।। শঙ্করী গো ক্ষেমঙ্করী ব্রহ্মাণী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, ঈশ্বরী কর গো করুণা । পদ রেণু দেহ মাথে, ওগো জনক দুহিতে, বাঞ্ছিতেরে বঞ্চিত কর না ।। তুমি অশোক কাননে, বর দিলে যে সন্তানে, চতুর্যুগে অমর করিলে । আর কহিলে জননী, চরণ যাচিলে তুমি, তত্ক্ষণে দিব কৃপাবলে ।। এবে শ্রীচরণ দেহ, মনের বাঞ্ছা পুরাহ, নিবেদি অভয় শ্রীচরণে । ত্রিভুবনে দেখি হেরি, কেহ নাহি হিতকারী, আমি অতি অধম দুর্জ্জনে ।। তুমি হরের গৃহিনী, আদ্যাশক্তি ত্রিলোচনী, রুদ্রাণী ভৈরব শুভঙ্করী । মহীষ মর্দ্দিনী তুমি, তুমি ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী পদরেণু দেহ কৃপা করি ।। শত্রু শ্রীচরণ পায়ে, আনন্দে মগন হয়ে, জল হেরিয়ে । যত্ন করি জানিপর, ধরিলেন তক্তেশ্বর,

ভূমে পড়ি দিগম্বর হয়ে॥ শ্রীচরণ দিতে হবে, না ছাড়িব আমি এবে, ভক্তি করি নিব পদ শিরে। ইহা কহি বায়ু-সুত, লম্ফ যে মারি অযুত, পুন পড়ে ধরণী উপরে॥ কহে শ্যামদীন হীনে, যে নর করে শ্রবণে, অনায়াসে মুক্তি পদ পায়। চতুর্ভুজ হয় সেই, দয়া করে ব্রহ্মময়ী, অন্তিমেতে পায় পদাশ্রয়॥

পয়ার। ভকত বৎসল দোঁহে পাইয়া ভক্তেরে। ধেয়ে কোলে লইলেন পবন কুমারে॥ হনুরে কোলেতে লয়ে নয়ন কমল। প্রেমানন্দে নাচে প্রভু হইয়া বিহ্বল॥ হনু কহে কোলের না যোগ্য হই আমি। মম শিরে দেহ তব চরণ দুখানি॥ বাঞ্ছা কল্পতরু নাথ ভক্তের অধীন। হনুর মাথেতে দেন অভয় চরণ তাহা হেরি পুষ্প বরিষয়ে দেবগণে। ধন্য২বাখানয়ে পবন নন্দনে যেপদ নাপায় দেবরাজ পুরন্দর। যেপদ পাবার আশে যোগী হৈল হর॥ যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাহা না পায় ধ্যানেতে। লহ বলে সে শ্রীপদ দিল যত্নাথে॥ হনুর ভাগ্যের সীমা কহিতে না পারি। ধন্য বায়ু পিতা ধন্য জনক কেশরী॥ এহেন জন্মিল পুত্র যাহার জঠরে। তার পদে কোটি২ প্রণামি সাদরে॥ দেব সভা মধ্যেতে পবন বসেছিল। দেখিয়া জানকী রাম বেগেতে ধাইল॥ আসিয়া পতিত হৈল অভয় চরণে। স্তব আরম্ভিল বায়ু আনন্দিত মনে॥ দ্বাপরেতে রাম সীতা অপরূপ হেরি। ভক্তিভাবে স্তব করে কৃতাঞ্জলি করি॥

ত্রিপদী। মহী ভার নিবারিতে, অবতীর্ণ অবনীতে, কত্রি কুলে উদ্ভব শ্রীরাম। সূর্য্যকুল চূড়ামণি, চারি অংশেতে আপনি, হৈলে দশরথের সন্তান॥ অগণিত লীলা যত, নানা বিধ ব[illegible], গণিতে বিরিঞ্চি না পারয়ে। আগমেতে নাহি সীমা, ভুবনে নাহি তুলনা, অনন্ত না পায় অন্ত ধ্যায়ে॥ মুনিতন্ত্র তারিবারে, গমন মিথিলাপুরে পথে হৈলে তাড়কা নিধন। পদরেণু দিয়া হরি, পাষাণ মানবী করি, অহল্যারে করিলে মোচন॥ ধিবরেরে কৃপা হৈলে, মন বাঞ্ছা পুরাইলে, মুক্তিপদ দিলে সনাতন॥ পুন শ্রীপদ পরশে, কাষ্ঠতরি আচম্বিতে, স্বর্ণ হৈল অদ্ভুত কারণ॥ ভূকৈর দমন দিয়ে, মুনির যজ্ঞ স্থাপিয়ে, হর ধনু করিলে ভঞ্জন।

রাজা জনক নন্দিনী, বিভা কৈলে রঘুমণি, ভৃগুরাম সনে কৈলা রণ ॥ পুনঃ অযোধ্যা নগরে, অধিপতি করিবারে, দশরথ নৃপতি ইচ্ছিল। কৈকেয়ী সাধিল বাদ, পূর্ণ কৈল নিজ সাধ, কপটে কাননে পাঠাইল ॥ পিতা সত্য পালিবারে, গিয়ে কানন মাঝারে নাথ তব মহিমা অপার। রামা নিতে যে বলিল, ওরে হেরেকে ডাকিল, তারে নাথ করিলে উদ্ধার ॥ গুহকে কৃপা করিয়ে, সবা স্তবে উচ্চারিয়ে, জগতেতে রাখিলে ঘোষণা। আমি অতি মূঢ় মতি, না জানি ভকতি স্তুতি, সংক্ষেপেতে করিয়ে বন্দনা ॥ যেদেশেতে মরিল পিতা, বালু পিণ্ড দিল সীতা, ফল্গু নামে নদীর তীরেতে। [illegible] নৃপবর পেয়ে, দিব্য রথে আরোহিয়ে, মুক্তি পেয়ে গেলেন স্বর্গেতে ॥ সঙ্গেতে লক্ষ্মণ ভ্রাতা, আর জনক সুহিতা, গিয়ে পঞ্চবটীর কাননে। অখিলের পতি হয়ে, পত্রের কুটিরে রয়ে, কত দিন করিলে বঞ্চনে ॥ ব্রহ্মচারি হে সর্ব্বথা, কহিতে লাগয়ে ব্যথা, সে ক্লেশ কহনে না নিঃসরে। দিবসের অবসানে, ফল আনিত লক্ষ্মণে, তবে নাথ হইত আহারে ॥ আর এক অসম্ভব. করিলেন তাই তব, ধরি সূর্পণখা নিশাচরী। তীক্ষ্ণ শরে নাশা কর্ণ,কাটিলেন তার লক্ষ্মণ, কুঞ্চিত করিয়া দিল ছাড়ি ক্রোধেতে নিজ কিঙ্করে, আনে সেই নিশাচরে, তব সনে করি-বারে রণ। হে নাথ ধনুকধারী, বারেক অস্ত্র প্রহারি, সবাকারে করিলে নিধন ॥ পুনঃ সেই নিশাচরী, গিয়া লঙ্কা ত্বরা করি, বিব রণ কহিল রাবণে। দশানন ক্রোধি হয়ে, মারীচে সঙ্গেতে লয়ে প্রবেশিল পঞ্চবটীর বনে ॥ আপনে হইল যোগী, মারীচেরে হৈতে মৃগী, আজ্ঞা করে দুষ্ট দশাননে। শুনিয়া মারীচ যায়, স্বর্ণমৃগী হয়ে কায়, নাচয়ে কুটির সন্নিধানে ॥ জানকী কুরঙ্গ দেখি, লৈতে ইচ্ছা শশিমুখী, তব পদাম্বুজে নিবেদিল। মায়া মৃগী ধরিবারে, গেলে নাথ সুরেশ্বরে, প্রাণ ভয়ে কুরঙ্গ ধাইল ॥ শ্যাম দীন হীন কয়, ওহে নাথ দয়াময়, তোমাতে কে অগোচর আছে। মৃগী হইল মায়াতে, না জানি কি সুরনাথে, ধাইলে কুরঙ্গের পশ্চাতে ॥ আপ্ত বিস্মরিত হরি, বিশেষ মহিরে তারি, যাতে কৈলে এসকল লীলা ॥ মূঢ়মতি সদা ভাবে, দেখ নাথ

তব [illegible]র, পার কর দিলে পদতেলা ॥ ক্রোধে শর কুরঙ্গেরে, মারিলে হে রঘুবরে, সে লক্ষ্মণ ভ্রাতা বলি মৈল। তাহা শুনি জনক ঝি, গৌর বরণে তজ্জিত, তব অন্বেষণে পাঠাইল ॥ পয়ান সময় কালে, বীর লক্ষ্মণের হস্তে, কুটির সমীপে অঙ্ক দিল। তিন অঙ্কেতে অনল, হুহু শব্দে সপ্ত তাল, প্রজ্বলিত হইয়ে উঠিল ॥ আর কহিল মায়েরে, দেখগো অঙ্কের পারে, না যাইও জনক নন্দিনী। অঙ্ক রক্ষক রহিল, ইহা বলি মহাবল, কাননেতে প্রবেশে আপনি ॥ হেথা দুষ্ট লঙ্কেশ্বর, হেরিয়া শূন্য কুটির, যোগী বেশে ভিক্ষার ছলে। হরে জনক সুতারে, দুষ্টমতি দুরাচারে ব্যাকুলে বাউল শ্যাম বলে ॥

পয়ার। কুটির দেখিয়া শূন্য ওহে সনাতন। হা জানকী বলে নাথ হৈলে অচেতন ॥ ক্ষণে বলে কোথা গেলে প্রাণ মম প্রিয়ে হৃদির রঞ্জন মোর কে নিল কাড়িয়ে ॥ হে বিধি সাধিলে বাদ সদা এই রব। জানকী বিরহানলে শুষ্ক কায় তব ॥ কে নিল জানকী মোর কে বাদ সাধিল। পতঙ্গ হইয়ে কেবা অনলে পশিল ॥ হা জানকী বলে ভ্রমে কানন মাঝারে। পিক্ষণ বালুক ভিক্ষে নয়নের নীরে ॥ পশুপক্ষ গহ্বর পর্বত বৃক্ষ নদী। পিপীলিকা ফণী ধর নরনারী আদি ॥ ভ্রমিতেং হেরে যাহারে দেখিলে। কে নিল জানকী বলে তারে জিজ্ঞাসিলে ॥ সংবাদ না পেয়ে হও যেন অচেতন্য। মন বল জানকীরে দেখারে লক্ষ্মণ। জটায়ু পক্ষের স্থানে সংবাদ পাইলে। সেই অনুসারে নাথ কাননে চলিলে ॥ সুগ্রীব নামেতে বালি রাজার অনুজ। সেহ তব অনুগত হৈল চতুর্ভুজ ॥ তোমা বাণে তার সহোদরেরে বধিয়া। লক্ষময় অপার সাগর তব লীলা ॥ নল নীল কুমদ অঙ্গদ জাম্বুবান। আর রুদ্র অবতার পবন-সন্তান ॥ নিজং সৈন্য সবে লইয়া সঙ্কেতে। আসি অনুগত হৈল রাতুল পদেতে ॥ ভল্লুক বানরে হৈল শত অক্ষৌহিণী মহা বলবান সবে বীর অগ্রে গণি ॥ সবারে লইয়া উপনীত সেতু কূলে হা জানকী বলে পুনঃ অচৈতন্য হলে ॥ আপনাকে না জানিয়া জলনিধি হেরি। কহিলে হলনা ত্রাণ জনক কুমারী ॥ শতেক যোজন সেতু কে পারে লংঘিতে। জানকীর উদ্ধার নহিল আমা

[illegible]কে।। স্তুতি করে [illegible] নন্দন যোড় করে। আমি এক লম্ফে
সেতু হয়ে যাব পারে ॥ এত বলি তব পদ রেণু মাথে নিল। জয়
রামং বলি এক লম্ফ দিল ॥ এখানে হে তব দাস মজে তব পদে
কদাচ মহীতে তার আছে কি প্রমাদে ॥ সেতু পার হৈল বীর
চক্ষুর নিমিষে। বিরচিবে কহে মুক্তি শ্যামদাসে ॥ মহা তপ
কারী বাল্মীকি মহামুনি। শ্লোক ছন্দে রামায়ণ রচিলেন তিনী
পয়ার বিস্তারে পুনঃ করিলা রচন। তব কৃপাবলে তাই শুন
রাম গুণ ॥ বিস্তারেতে শুনিয়াছ বাল্মীকি গ্রন্থেতে। সেই রাম
গুণ পুনঃ শুন সংক্ষেপেতে ॥ বায়ু কহে যোড় করে হেরিয়ে
শ্রীপদ। প্রেমে অঙ্গ পুলকীত ভাবে গদ গদ ॥ হনু মুখে জানকীর
সংবাদ পাইলে। দয়াময় পাষাণ সলিলে ভাসাইলে ॥ জলনিধি
বন্ধন করিলে অবহেলে। এখানে পয়ার পদে তব লীলে ॥

দশমুখ প্রাসিত হইয়ে। স্বভাবে কর্ম্ম করে সর্ব্বদা
সাধ্যে ॥ সুধাকর পূর্ণিমার সর্ব্বদা উদয়। কৃতান্ত কাটিত তৃণ
পায়ে অতি ভয় ॥ তপন ধরিত ছত্র শিরের উপর। পারিজাত
মালা গাঁথি দিত পুরন্দর। বৃহস্পতি পুত্রগণে পড়াত সদাই।
মন্দং বহিতাম তুরঙ্গের ডরে ॥ সহিতে তেত্রিশকোটি দেবতা
সকলে। কম্পমান থরং যার ভুজ বলে ॥ তাঁহারে বিনাশ নাথ
সবংশে করিলে। বংশে বাতি দেওয়ায় জন না রাখিলে ॥ হে নাথ
করুণাময় ত্রিদশের হরি। দেবগণে নিস্তারিলে দুষ্টেরে সংহারি
উদ্ধার করিলে নাথ জনক ঝিয়ারী। বিভীষণে করিলে লঙ্কার
অধিকারী ॥ চতুর্দ্দশ বৎসর কাননেতে রহিলে। অযোধ্যাধিপতি
হৈলে দেশেতে আসিয়ে ॥ রাজ সিংহাসনেতে বসিলে মহাশয়।
প্রজাগণ রাজকর আনিয়া যোগায় ॥ শিরে ছত্র ধরিলেন অনুজ
লক্ষ্মণ। শত্রু থেকে চামর ঢুলায় শত্রুঘ্ন ॥ বামে শোভে স্বর্ণলক্ষ্মী
জনকের সুতা। ঈশ্বরী করুণাময়ী জগতের মাতা ॥ বেদানুগে
নাথ তব অপার মহিমা। মুঞি ছার কি জানিয়ে করিতে বর্ণনা ॥
পবনের এতেক শুনিয়া স্তব স্তুতি। বর লেহ বলে লক্ষ্মীপতি ॥ বায়ু
কহে বর যদি দিবে দয়াময়। সর্ব্বদা পদারবিন্দে যেন চিত্ত রয় ॥
ইহা ছাড়ি অন্য বর না চাহিয়ে আমি। কৃপা করি এই বর দেহ

চক্রপাণি তথাস্তু তথাস্তু কহিলেন নারায়ণ। বর পেয়ে আনন্দিত
দেবতা পবন॥ হেথা সত্যভামা দেবী করেন রোদন। কহে বিধি
কেন মোর না হৈল মরণ॥ মোরে ত্রিদশের হরি হয়ে নিদারুণ।
রুক্মিণীর মনোবাঞ্ছা করিল পূরণ॥ হে বিধি পড়ুক বজ্র রুক্মি-
ণীর শিরে। যার লাগি হরি এত অপমান করে॥ মরুক মরুক
কাল দুরন্ত সতিনী। সর্ব্বদা আমার বাদে থাকয়ে পাপিনী॥
ইহা বলি মনোদুঃখে দুঃখি হয়ে অতি। বিরস বদনে বসি রহি-
লেন সতী॥ তার কতক্ষণ পরে দৈবকী নন্দন। সত্যভামার
আলয়েতে করিয়া গমন॥ নিশিযোগে নিজ হৃদে লইয়া
দেবীরে। শয়ন মন্দিরে রহিলেন দামোদরে॥ হেনকালে অপ-
মান হইল স্মরণ। কেকারণে দেবী সত্যভামার রোদন॥ অতি
দীন হীন শ্যাম কৃষ্ণপদ ধ্যায়ে। রচিল নিগূঢ় বাক্য প্রফুল্ল
হৃদয়ে॥ হৃদে ভক্তি স্থিতি করি শুনিবে যেজন। তারে সদা
দেখি ভয় করয়ে শমন॥ আয়ুযশঃ বৃদ্ধি হয় বারেক শ্রবণে।
সুস্থির হইয়া তাই শুন বন্ধুগণে॥ হেলা করি যেই জন অবিজ্ঞা
করিবে। সেহি পাপী কদাচিৎ উদ্ধার নহিবে॥ মুনির চরণে
ধরি পরীক্ষিত কয়। কি অমৃত খাওয়াইলে তৃষ্ণা নাহি যায়॥
কহ কহ মহামুনি অপূর্ব্ব কাহিনী। তার পর কিবা করিলেন চক্র-
পাণি॥ মুনি বলে তার পরে দেব সনাতন। দেবীর রোদন শুনি
জিজ্ঞাসে কারণ॥ কি কারণে রোদন করহ প্রিয়তমা। কহ কহ
সত্য মোরে ওহে সত্যভামা॥ তোমার রোদনে মোর ব্যাকুল
জীবন। কহ প্রিয়ে শশীমুখী কি লাগি রোদন॥ শুনি সত্যভামা
কহে কৃতাঞ্জলি করি। মোরে কেন এত বাম হে মুরালিধারী॥
সিংহাসন হৈতে উঠাইয়ে এদাসীরে। বসাইলে দুরন্ত পাপিনী
রুক্মিণীরে॥ রুক্মিণীর কান্ত তুমি রুক্মিণীর প্রাণ। রুক্মিণীর
লাগি এত কৈলে অপমান॥ রুক্মিণী তোমার প্রিয়ে তুমি তার
প্রিয়া। তবে কেন এদাসীর প্রতি হবে দয়া॥ শুনিয়া কহেন
প্রভু গোলোকের পতি। আমিত তোমার দাস জানিহ নিশ্চিতি॥
তুমি মোর প্রিয়তমা হৃদয়ের ধন। তিলেক না হেরিলে হে
ব্যাকুল জীবন॥ যদি মনোদুঃখে প্রিয়ে বিষাদ দেখিয়ে। অন্তর

দহন করে বিরহ অনলে ॥ এতেক বচন শুনি কহে সুরঙ্গিণী। যত মোরে স্নেহ কর সব মুঞি জানি ॥ যখন নারদ দেবঋষি তপোধনে। পারিজাত পুষ্প আনি দিল নারায়ণে ॥ মোরে নাহি দিয়ে দিলে রুক্মিণরী হাথে। মোরে যত স্নেহ কর জানি ভালমতে ॥ যখন যাহার কাছে তখনি তাহার। হে ব্রজবল্লভ তব এ কি ব্যবহার ॥ ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কহেন দেবীরে। কহ প্রিয়ে অসম্মান কৈনু কি প্রকারে ॥ এক পুষ্প দিয়াছিলাম রুক্মিণীর শিরে। তার লাগি বহুবিধি ভৎর্সিয়াছ মোরে ॥ তোমার লাগিয়া মুঞি গেনু সুরপুর ॥ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিনু প্রচুর ॥ তাহাকে না জান তুমি থাকি গর্ম্মভারে। আমার পশ্চাতে ছিলে গরুড় আরুড়ে ॥ ইন্দ্রাণীরে নানা মতে করিলে ভর্ৎসন। কহ প্রিয়ে সে সব কি হৈলে বিস্মরণ ॥ অযুত অসংখ্য পুষ্প বৃক্ষের সহিতে। মন ভয়ে ইন্দ্র রহে তোমার দ্বারেতে ॥ এক পুষ্প লাগি করেছিলে অভিমান। সহস্র সহস্র পুষ্প কৈনু সংপ্রদান ॥ কহ দেখি কি মতে করিনু অসম্মান। রোদন সম্বর প্রিয়ে ওহে মম প্রাণ ॥ আর দেখ প্রিয়ে তুমি ব্রত আচরিলে। ব্রত শেষে আমারে হে বৃক্ষেতে বান্ধিলে ॥ বান্ধিয়া আমারে পারিজাতে বৃক্ষেতে। মুনিবরে দান দিলে ভাবি দেখ চিতে ॥ অভিমান ত্যজ প্রিয়ে কিঙ্করে দেখিয়ে। তোমার রোদন হেরি বিদরয়ে হিয়ে ॥ যদি বল অপমান না যায় সহনে। মোর বাক্য ধর দর্প না করিহ মনে ॥ দর্প চূর্ণ করি মুঞি যে দর্প করয়। দর্পহারী গোবিন্দ নরেতে তেঞি কয় ॥ আর দেখ ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মের নন্দন। অতি পুণ্যবান সেই আত্মা পরায়ণ ॥ যুধিষ্ঠির নাম তার খ্যাত চরাচর। মহা ধর্ম্মকারী সেই ধর্ম্মেতে তৎপর ॥ তার ভ্রাতা সর্ব্ব নামে তুমি কি না জান। যারে নিজ ভগিনী করিনু সমর্পণ ॥ সেই অহঙ্কারি কৈলে কুরুগণে মারি। তার দর্পচূর্ণ মুঞি করিনু সুন্দরী ॥ যদি বল দর্প চূর্ণ কৈলে কি প্রকারে। তার বিবরণ শুন কহি যে তোমারে ॥ একদিন মুঞি কহিলাম ধনঞ্জয়ে। চল ভ্রমণে মোরা দুজনে যাইয়ে ॥ এত বলি নিজ সঙ্গে লইয়ে অর্জুনে। প্রবেশ

রহিনু আমি ঘোর তর বনে ॥ ভুষণ্ডি নামেতে কাক বৈসে সেই বনে। ধনঞ্জয়ে লয়ে আমি গেনু তার স্থানে ॥ দর্পচূর্ণ হেতু আমি জিজ্ঞাসিনু তারে। কহ কাক কার যুদ্ধে দেখিলে বিস্তারে ॥ যুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি পুরাতন হও। বিস্তার কাহার যুদ্ধ স্বরূপেতে কও শুনি কাক সখে চাহি কহিতে লাগিল। শুনহ যাহার যুদ্ধ বিস্তার হইল ॥ শতেক যোজন দেখ দীর্ঘ তরুবর। সদত থাকিয়ে আমি ইহার উপর ॥ শুভঙ্করী যখন দৈত্যেরে সংহারিল। স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি ভাসিতে লাগিল ॥ রথ রথী অশ্ব কত লিখনে না যায়। তৃণবৎ ভাসে সবে এই দৃষ্টি হয়। মুঞি এই বৃক্ষপরে ঊর্দ্ধ করি মুখ। শোণিত ভক্ষণ করি পেনু বহু সুখ ॥ আরবার প্রভু রাম রাজীব লোচন। করিলেন দশাননে সবংশে নিধন ॥ নদ নদী ভাঙ্গি যায় শোণিতের বেগে। শোণিত খাইনু আমি শির করি অধে ॥ তার পর কুরু পাণ্ডবেতে যুদ্ধ হৈল। পাণ্ডবের বাণাঘাতে কুরুগণ মৈল ॥ গণনার মধ্যে সেই যুদ্ধ নাহি হয়। লঘু যুদ্ধ হয় সেই জানিহ নিশ্চয় ॥ কতক শোণিত দেখি গেনু খাইবারে। ওষ্ঠ ক্ষয় হৈল মোর ঠোকরেং ॥ এতেক শুনিয়া চিত্তে অর্জ্জুন সুধীর মোর দর্পচূর্ণ করিলেন যত্নবীর। আপনে না বলে কাক মুখে শুনা ইয়ে। অহঙ্কার চূর্ণ মোর শ্রীকান্ত করয়ে ॥ এতেক চিন্তিয়া মোর পদেতে পড়িল। প্রাণ সখা বলি আমি আলিঙ্গন কৈল ॥ আত্ম-বন্ধু পুত্রদারা কিছুই না মানি। অহঙ্কার কৈলে চূর্ণ করি যে তখনি অহিংসক সুধীর হৃদেতে ভক্তি যার। নিতান্ত জানিহ প্রিয়ে আমিত তাহার ॥ অহঙ্কার কাহার সহিতে না যে পারি। কেবা আত্ম কেবা পর বিচার না করি ॥ দেখহ দেবের রাজা সহস্র লোচন। মোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই গুরুতর হন ॥ ইন্দ্র পদে মত্তহয়ে কৈল অহঙ্কার। ততক্ষণে দর্পচূর্ণ করিনু তাহার ॥ শুন প্রিয়ে ইন্দ্র দর্প ভঞ্জন কথন। শুনহ প্রাণ প্রিয়ে স্থির করি মন ॥ ইন্দ্রপুর রচে বিশ্বকর্ম্মা বুদ্ধিমন্ত। তাহা হেরি ইন্দ্রের না হয় মনোনীত ॥ রাজ মদেমত্ত দেবরাজ পুরন্দর। যত বিশ্বকর্ম্মা রচে মনোহর ঘর ॥ ভঞ্জন করয়ে ইন্দ্র ক্রোধ হয় অতি। কহে হেন আলয়ে কি থাকে নরপতি ॥ জানিহ তেত্রিশ কোটি দেবের রাজন। আমার সদৃশ

একি হইল ভুবন ॥ বারম্বার বিশ্বকর্ম্মা যত রচে পুর। ভঞ্জন করয়ে ইন্দ্র হইয়ে নিষ্ঠুর ॥ জ্বালাতন হয়ে বিশ্বকর্ম্মা পুরকারী। আমার নিকটে আসি করিল গোহারি ॥ সদয় হইয়ে আমি আশ্বাসিয়া তারে। স্বরিতে আইনু আমি ইন্দ্রের গোচরে ॥ কহিলাম মোর সঙ্গে চল পুরন্দর। ভ্রমণ করিব দোঁহে কানন ভিতর। দেখিব বনের শোভা পশুপক্ষ গণ। চলহ আমার সঙ্গে সহস্র লোচন ॥ মোর বাক্য লংঘন না করি পুরন্দর। চলিল আমার সঙ্গে আনন্দ অন্তর ॥ কাননে ইন্দ্রেরে লয়ে করিয়ে ভ্রমণ। সেই বনে আছে এক মহা তপোবন ॥ লোমস নামেতে মুনি লোম যে বিশাল। এক পত্রাশ্রয়েতে বঞ্চয়ে চিরকাল ॥ লোচন মুদিয়া মুনি আছয়ে যেখানে। পুরন্দর আর আমি গেনু তার স্থানে ॥ বারম্বার মুনিবরে ডাকিনু বিস্তর। তথাপিহ লোচন না মিলে মুনিবর। উত্তর না পায়ে আমি বায়ু রূপ হৈনু। নাসিকার দ্বারে তাঁর হৃদে প্রবেশিনু ॥ হৃদির মাঝারে তার অপরূপ হেরি। ধন্য সে লোমস মুনি মহা তপকারী ॥ যোগ বলে মম সম কোটি কৃষ্ণ লয়ে। পূজে হৃদ সিংহাসনোপরে বসাইয়ে ॥ নানা বিধিমতে পূজে স্থির চিত্ত করি। কতে না করে ভক্তি কহিতে না পারি। তাহা হেরি নিজ মনে বিচার করিয়া। যোগবল কৃষ্ণ তার হরণ করিয়া ॥ বাহির হইনু আমি চক্ষুর নিমিষে। ব্যাকুল হইয়া মুনি চাহে চারি পাশে কেনিলহ মোর হৃদির রতন ॥ এই বাক্য বলে মুনি হৈল অচেতন অচৈতন্য প্রহর পর্য্যন্ত মুনি রহে। চেতন পাইয়া মোরে যোড় করে কহে ॥ যোড়কর করি বহু স্তব স্তুতি কৈল। বসিবার হেতু মুনি কুশাসন দিল ॥ সহস্র লোচনের করিতে দর্পচূর্ণ। ছলকরি মুনিবরে আমি জিজ্ঞাসিনু ॥ কহমুনি আশ্রম না কর কি কারণে। বায়ু আর রবি তাপ বৃষ্টি বরিষণে ॥ বড় ক্লেশ হয় তব আশ্রম বিহনে। এক পত্রাশ্রয়ে কেন করহ বঞ্চনে ॥ শুনিয়া কহেন মুনি করি যোড় করে। নিত্য নহে অনিত্য এ সকল সংসারে ॥ মাতা পিতা গৃহ দারা পুত্র বন্ধুগণ। কুহকের বাজি মত সব অকারণ ॥ নিজ দেহ নিজ নহে দেখহ অন্তিমে। যখন ধরয়ে জীবে দুরন্ত শমনে ॥ অনিত্য শরীর লাগি বৃথা ঘর দ্বার। বৃথা মায়া মহা

মায়া অসার সংসার ॥ কিবা বিধি দিল আয়ু তাহার লাগিয়া। করিব সৌন্দর্য্যালয় মত্তা হইয়া ॥ শুনি আমি তারে জিজ্ঞাসিনু পুনর্ব্বার। কহ মুনি আয়ু তোমার কতেক বৎসর ॥ শুনিয়া কহেন মুনি বিনয় করিয়ে। দেখ মম অঙ্গে লোম যতেক আছয়ে ॥ এক লোম খসে এক ইন্দ্রের পতন। এমতে সকল লোম খসিবে যখন তত্ক্ষণে দেহ ছাড়ি পলাবে জীবন। কার লাগি করিব হে উত্তম ভবন ॥ দেখ মুক্তাবৎ বক্ষে লোম খসিয়াছে। আর কতদিন জীব আয়ু রৈল শেষে ॥ এতেক বচন শুনি সহস্র লোচন। বিরস বদন হৈলসচিন্তিত মন ॥ মনেং চিন্তে এত আয়ু পেয়ে মুনি। তথাপিহ আশ্রম না কৈল লঘু মানি ॥ মুঞি অল্প আয়ু পেয়ে বড় দর্প কৈনু তেকারণে প্রভু মোর কৈল দর্পচূর্ণ ॥ এতেক চিন্তিয়া মোরে কৈল স্তব স্তুতি ॥এমতে ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ কৈনু সতী ॥ ত্যজহ অভিমান কিঙ্করে দেখিয়ে। বিরস বদন দেখি বিদরয়ে হিয়ে॥ নিগূঢ় কথন এই পুস্তক প্রকাশ। পয়ারেতে রচি কহে মূঢ় শ্যাম দাস ॥

পয়ার ॥ যেই নর এক চিত্তে করিবে শ্রবণ। অনায়াসে মুক্তি পদ পাইবে সে জন ॥ আয়ু যশঃ বৃদ্ধি তার বারেক শ্রবণে। সুস্থির হইয়া ভাই শুন বন্ধুগণে ॥ মুনি বলে তার পরে শুনহ রাজন। শুনিলে করয়ে কৃপা দেব সনাতন ॥ নানামতে সত্যভামায় বুঝাইলেন হরি। তথাপি না বুঝে ভূমে যায় গড়াগড়ি। শিরে করাঘাত হানে খেদান্বিত মনে। দূরেতে ফেলিল যত রত্ন আভরণে ॥ কেশ উৎপাটন করে অধোমুখ করি। মৌনহয়ে থাকে দেবী অভিমান করি ॥ তাহা হেরি কহে পুনর্ব্বার সনাতন। অভিমান ত্যজ প্রিয়ে স্থির কর মন ॥ যদি অপরাধ মুঞি কৈনু ও চরণ নিজদাস জানি তাহা করহ মোচন ॥ শুনি সত্যভামা কহে কান্দিয়া কান্দিয়া। তুমি নাথ কঠিন শরীরে নাহি দয়া ॥ রুক্মিণীর মনবাঞ্ছা করিবারে পূর্ণ। করিলে এ দুঃখিনীর অহঙ্কার চূর্ণ ॥ এতেক সাধিল বাদ কেবল রুক্মিনী। মরুকং সেই দুরন্ত পাপিনী ॥ আমি ত না থাকি কিছু রুক্মিণীর বাদে। তবে কেন সেপাপিনীর এত বাদ সাধে ॥ কর পদ ভাঙ্গিবে লোচন হীন হবে। তবেতো সে পাপিনীর এবাদ ঘুচিবে ॥ এতেক বচন শুনি শ্রীমধুসূদন।

রূপবান তনু আর লোহিত লোচন ॥ রুক্মিণীর কুচ্ছবাণী সহি তে না পারি। ক্রোধে পরিপূর্ণ প্রভু গোলোকের হরি ॥ কুপিত হইয়া প্রভু কহেন রামারে। রুক্মিণীর নিন্দা তুমি কর বারে২ ॥ যত রুক্মিণীর নিন্দা শ্রবণের মাঝে। শেলাঘাত বৎ বাজে আমার বক্ষেতে ॥ সেই মোর পূর্ণ লক্ষ্মী সতী হিতকারী। অসংখ্য তাহার গুণ কহিতে না পারি ॥ রুক্মিণীর নাম মুঞি জপি রাত্রি দিন। রুক্মিণী আমাতে কভু না ভাবিহ ভিন ॥ আপনার নিন্দা মুঞি পারিয়ে সহিতে। রুক্মিণীর নিন্দা কভু নারি যে শুনিতে রূপে গুণে পূর্ণ সেই কি দিব উপমা। চতুর্দ্দশ ভুবনেতে না হয় তুলনা ॥ যে রূপ আছয়ে তার মুখ চন্দ্রিমাতে। সে রূপ লাবণ্য নাঞি তব সর্ব্বাঙ্গেতে ॥ গুণাগুণ তার তুমি কি জানিবে রামা সদানন্দ যাহার না পাইলেন সীমা ॥ সর্ব্ব গুণযুক্ত মোর রুক্মিণী প্রেয়সী। আমার লাগিয়ে তেহ সদত উদাসী ॥ সত্যযুগে তাহারে আজন্ম তপ কৈল। মোরে চাহি বারম্বার শরীর তাজিল যদি বল কি প্রকারে করিলেন তপ। তার বিবরণ কহি শুন রামা সব ॥ গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিগে জ্বালিয়া আগুনি। উর্দ্ধ পদে তার মধ্যে রহে সুবদনী ॥ বয়ান নাসিকা দ্বারেতে রক্ত ঝরে। ভক্ষ দ্রব্য বায়ু আদি না করে আহারে ॥ মোর নামাঙ্কিত করি করয়ে ভক্ষণ। নিজ দাসী কর প্রভু বলে সর্ব্বক্ষণ ॥ বরিষা কালেতে মেঘে সদা নীর হয়। মনে নাহি ব্যথা উর্দ্ধে না করে আশ্রয় ॥ নিরন্তর নীর ধারা উপরে বরিষে। শিলাবৎ থাকে সদা মোর পদ আশে ॥ শীতযোগে বস্ত্রহীন সলিলে পশিয়ে। করিতেন মোর তপ ক্লেশ না ভাবিয়ে ॥ এমতে কঠোর তপ কোটি জন্ম কৈল। সেই পুণ্যফলে মম প্রেয়সী হইল ॥ এমতে যদ্যপি তারে করিনু করুণা। ত্রেতাযুগে দিনু পুনঃ অশেষ যন্ত্রণা ত্রেতাযুগের দুঃখ কথা শুনিলে পাষাণ ॥ ততক্ষণে বৃক্ষপত্র হয় দুই খান ॥ সমুদ্র শুনিলে তার সলিল শুকায়। প্রেমিজন শুনিলে [illegible] হয় মৃত্যু প্রায় ॥ যার ক্লেশ শুনিলে অন্যের ক্লেশ হয়। তার ক্লেশ কহিতে না কহনে না যায় ॥ অপার পাইল ক্লেশ রাম অব তারে। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সত্যভামা তোরে ॥ জন্মাবধি

যত দুঃখ জানকী পাইল। কিছু মাত্র কহি শুন তার অমঙ্গল॥ রাবণ ঔরসে বসুমতীর জঠরে॥ জনম লভিল সীতা কানন মাঝারে॥ যদি বল বসুমতী সবার জননী। রাক্ষসের সনে হেন অদ্ভুত এবাণী॥ সক্ষম না হয় দোহে শুন সত্যভামা। এক দিন দশানন হইয়া উম্মনা॥ মৃগয়াতে গিয়াছিল কানন ভিতর। হেনকালে মদনে পীড়িল কলেবর॥ কামেতে জর্জ্জর তনু দহে কামানলে। অধৈর্য্য হইয়া রাজা হইল ব্যাকুলে॥ এই মতেতে ঔরস পড়িল ভূমিতলে। বসুমতী ঋতুমতী ছিল সেই কালে॥ এমতে জন্মিল সীতা মহীর জঠরে। কন্যা পেয়ে দশানন আনে লঙ্কাপুরে॥ পালন কারণ মন্দোদরীরে অর্পিল। তাহা হেরে দেবগণে বিড়ম্বনা কৈল॥ স্বর্গে হৈতে দেবগণে শিলা বরিষয় বিনা মেঘে ঘোর তর রক্ত বৃষ্টি হয়॥ কেহ দেবগণ আসি লঙ্কার মাঝারে। শিবা হয়ে ঊর্দ্ধমুখে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ এই মতে দেবগণে অমঙ্গল করে। তাহা হেরি ভয় পায় লঙ্কার ঈশ্বরে॥ আর এক মন্ত্রণা করিয়া দেবগণে। নারদেরে পাঠাইল রাবণ সদনে॥ দেবঋষি নারদ সে মহা তপোধন। ত্রিতন্ত্রী বীণাতে সদা গায় নারায়ণ॥ ঘোর যত গুণাগুণ গান করি গান। অস্তুকা সদত সেই ব্রহ্মার সন্তান॥ মোর নাম একচিত্তে জপিতেছে আসি উপনীত হৈল রাবণ সাক্ষাতে॥ মুনিরে দেখিয়া দশানন সমাদরে। গলায় বসন দিয়ে দণ্ডবৎ করে॥ বসিতে আসন দিয়া কহে দশানন। কহ মহামুনি তব কিমর্থে গমন॥ মুনি বলে তোমার অকুশল দেখিয়ে। জ্ঞাত অর্থে আইলাম তোমার আলয়ে॥ যে কন্যা জন্মিল রাজা তোমার ঔরসে। তাহার কারণে তব মজিবেক বংশে॥ অতি কুলক্ষণ সেই যার গৃহে জন্মে। ক্রমে তার সবংশেতে করয়ে নিধনে॥ যদি নিজ কুশল ইচ্ছহ নরপতি এ কন্যারে ত্যাগ তুমি কর শীঘ্রগতি॥ তাম্রের করিয়া এক কুণ্ড যে নির্ম্মাণে। তাহাতে পুরিয়া এই কন্যা অলক্ষণে॥ সমুদ্র অম্বুধ নীরে ফেলহ ভূপতি। তোমারে কহিনু এই স্বরূপ ভারতি॥ এতেক বচন শুনি বিংশতি লোচনে। মুনি যাহা বৈল তাহা কৈল তত ক্ষণে॥ তাম্রকুণ্ডে পুরিয়া ফেলিল সমুদ্রেতে। ভাসাইয়া লয়ে

যায় সিন্ধু খরস্রোতে ॥ হিল্লোল কল্লোল আর বেগ খরশান। তাহে পড়ি প্রিয়া মোর জপে মম নাম ॥ পতি নাথ বিপদেতে তব দাসী হৈল। অকাল কালেতে এত প্রমাদ ঘটিল ॥ বুঝি পদাশ্রয় মুক্তি না পাইনু প্রিয়া। অন্তেতে দুঃখিনীরে দিও তব পদ ছায়া ॥ সকল তোমার ইচ্ছা দুঃখ সুখ যত। ইচ্ছা হৈতে বশী-ভূত এতিন জগত ॥ তুমি সে সবার পতি সর্ব্ব জীব গতি। এই কথা বলে আর ভেসে যায় সতী ॥ দারুণ সিন্ধুর মধ্যে ভাসিতেং মোর নাম জপে সেহ করি এক চিত্তে ॥ অকস্মাৎ সিন্ধুমধ্যে অনল উঠিল। সে অনলে সিন্ধুর সলিল শুকাইল ॥ তাহা দেখি রত্নাকর ভাবে মনেং। আমার সলিল শুকাইল কি কারণে ॥ সলিলেতে অনল উঠেছে ঘোরতর। এ অতি অদ্ভুত দেখি বড়ই দুষ্কর ॥ এতেক ভাবিয়া পুনঃ ধ্যানেতে জানিল। এতদিনে বুঝি মোর প্রমাদ ঘটিল ॥ পূর্ণলক্ষ্মী সতী ব্রহ্মময়ী সনাতনী। আমার সলিলে ভাসে আমিত না জানি ॥ কি করিব কোথা যাব কি করি উপায়। সতীর কোপানলে বুঝি মম প্রাণ যায় ॥ ইহা ভাবি রত্ন গিয়া নিজ মস্তকেতে। জানকীরে লয়ে উঠে আপন কুলেতে ॥ মিথিলার সমীপেতে ক্ষেত্রের মধ্যেতে। রাখি রত্না-কর যায় নিজ স্বস্থানেতে ॥ মিথিলার ভূপতি জনক নামে ছিল মহা ধর্ম্মশীল তার মহা যোগবল ॥ তার কৃষি সেই ক্ষেত্রে হাল বসাইতে। জানকীরে সে পাইল তাদ্রেরকুণ্ডেতে ॥ সেই লয়ে দিল গিয়া জনকের স্থানে ॥ জনক পাইয়া অতি পালয়ে যতনে অপুত্রিকা ছিল সেই জনক রাজন। জানকীরে পেয়ে সদা আনন্দে মগন ॥ শুন সত্যভামা ত্রেতাযুগের কথন। এমতে সীতারে দিনু আবালে যাতন ॥ যদি বল সেতুতে কেমনে দশা-নন। তুমি কি প্রকারে তারে দিলে হে যাতন ॥ দেখ মোর মায়াতে মোহিত ত্রিভুবন। আর কি বলিব তোরে নিজ গুণা-গুণ ॥ বাল্যকালে দিনু তারে এমতে যাতন। যৌবন কালের ক্লেশ শুন দিয়া মন ॥ নারী হয়ে চতুর্দ্দশ বৎসর কাননে। মোর দুঃখে দুঃখী হয়ে করিল ভ্রমণে ॥ তথাপিহ অগ্নিতে দাহন কৈনু তারে। পরীক্ষার ছলে সে কনক লঙ্কাপরে ॥ অগ্নিতে দাহন

সীতা মোর বাক্যে হৈল। তথাপি আমারে কুবচন না বলিল॥ আরবার দিনু দুঃখ অযোধ্যা মাঝারে। সে দুঃখ কহিতে মোর হিয়া যে বিদারে। ছিল সে যখন গর্ভবতী পঞ্চমাস। নিদারুণ হয়ে তারে দিনু বনবাস॥ এত দুঃখ দিনু সে দুঃখিনী জানকীরে তথাচ অন্তরে সদা মোর রূপ হেরে॥ সদত আমার নাম জপে অবিশ্রামে। মগ্ন হয়ে থাকে সদা মোর গুণগানে॥ যদি বল বৃদ্ধ কালে কিবা দুঃখ দিলে। বৃদ্ধ নাহি হয় সীতা যুবা চিরকালে॥ কিন্তু তাঁহার ক্লেশের অন্ত নাহি হয়। দুঃখিনী সে বিরহিনী সদা দুঃখে রয়॥ এই মতে দিনু দুঃখ ত্রেতাযুগে তারে। পুনর্ব্বার দিনু তারে যাতনা দ্বাপরে॥ দেখ মোর পূর্ণ লক্ষ্মী সেই সে রুক্মিণী। আর যত যদুকুলে অযুত রমণী॥ কেবল সে রুক্মিণীর যাতনা কারণে। এতেক সঙ্গিনী তার করিনু আপনে॥ তবু মোরে অঞ্জন সদৃশ রাখে চক্ষে। কদাচ কুভাষা না কহিল স্বমুখে॥ তোমারে কহিনু মুক্তি সীতা হইবারে। তার লাগি বহুবিধ ভৎ- সিলে আমারে॥ ভক্তি বিনা মুক্তি শক্তি কেহ নাহি পায়। সত্যভামা আর কিবা বলিব তোমায়॥ দীন হীন দাস শ্যাম কৃষ্ণপদ ধ্যায়ে। রচিল নিগূঢ় তত্ত্ব প্রফুল্ল হৃদয়ে॥ যেই নর এক চিত্তে করিবে শ্রবণ। অনায়াসে মুক্তিপদ পাইবে সেজন॥ আয়ুযশঃ বৃদ্ধি হয় বারেক শ্রবণে। সুস্থির হইয়া তাই শুন বন্ধু গণে॥ শনি দৃষ্টি থাকে যদি কাহার উপরে। সত্য সত্য পুনঃ সত্য শ্রবণেতে হরে॥ হেলা করি যেইজন অবিজ্ঞা করিবে। সেই পাপী কদাচিত উদ্ধার নহিবে॥ আয়ুযশঃ ক্ষয় হবে নিশ্চয় অতিশয়। শমন দণ্ডের যাতে করয়ে সংশয়॥

পয়ার। মুনি বলে এক চিত্তে শুনহ ভূপতি। শুনিলে করয়ে কৃপা দেব যদুপতি॥ শ্রীমুখের বাক্য শুনি কহে সুবদনী। কাত- রেতে কহে ধরি শ্রীপদ দুখানি॥ ওহে নাথ করুণার নিধি দয়া- ময়। আশ্রিত জনারে হেন উপযুক্ত নয়॥ এখনি শ্রীমুখে আজ্ঞা কৈলে হৃষীকেশ। কপটেতে জানকীরে দিলাম যে ক্লেশ॥ বুঝি তব অনুগত যেইজন হয়। তাহারে এমত ক্লেশ দেহ ব্রহ্মময়॥ দয়াময় হয়ে কেন নির্দ্দায়িক হও। স্বরূপেতে বিবরণ এদাসীরে

কও ॥ আর এক নাথ মোর হৈল মতিভ্রম। সে সন্দেহ দূর কর হে মধুসূদন ॥ কহিলে জানকী মোর পূর্ণ লক্ষ্মী সতী। তাহার সদৃশ মোর নাহিক যুবতী ॥ যদুকুলে দেখ মোর নারি অগণিত। রূপে গুণে তুল্য নহে রুক্মিণীর মত ॥ এত যদি স্নেহ তারে কর সনাতন। তবে কেন দিলে তারে অসংখ্য যাতন ॥ দেখ কেহ কাহারে যদ্যপি স্নেহ করে। অপরাধ হৈলে তবু বর্জ্জিত না করে ॥ প্রাণপণ করি দুর্গমেতে ত্রাণ করে ॥ কদাচ তাহার দুঃখ দেখিবারে নারে ॥ সামান্য জনেতে করে হেন ব্যবহার। তুমিত দয়ার সিন্ধু অকূল পাথার ॥ নিজ করুণাতে সৃষ্টি স্থিতি কৈলে হরি। সর্ব্বক্ষণ থাক করুণা নয়নেতে হেরি ॥ তুমি তারে দিলে দুঃখ নাহি হয় হেন। হে মাধব এই মোর হৈল মতিভ্রম ॥ তব মুখামৃত বাক্য অন্যথা না হয়। এ দুই সন্দেহ দূর কর দয়াময় ॥ এতেক বচন শুনি গোলোকের পতি। অশ্রুজলে ভাসি কয় সত্য ভামা প্রতি ॥ কেন সে ভবিষ্য বাক্য স্মৃতি করাইলি। আরে মূঢ় সত্যভামা কি বাক্য কহিলি ॥ নিমিষে হারাই যারে মরি মনাগুণে। তারে ত্যাগী ভাগ্য স্মৃতি করাইলি কেনে ॥ এতেক বচন শুনি কহে সত্যভামা। হেনাথ দুঃখিনীরে করিহে ক্ষমা ॥ কহ তারে হারে হবে কিসের কারণ। কেমন ভবিষ্য বাক্য কহ নারায়ণ ॥ প্রভু কয় এদ্বাপর পরে কলি হবে। তাহে জীব কদাচার প্রচুর করিবে ॥ পাপেতে হইবে রত পুণ্যেতে বৈমুখি। তেকারণে জীবগণ হইবেন দুঃখী ॥ যদি বল কি কর্ম্ম দোষেতে জীবগণ হইবেন কদাচারি সেহ কহি শুন ॥ পরদারা পরদ্রব্য পরিবাদ করে। পুত্র হয়ে জননীরে পোষণ না করে ॥ শিষ্য হয়ে গুরু স্থানে কপট বচন। নিষ্কর্ম্ম ত্যজিবেক সর্ব্বজন ॥ পুত্র হয়ে জনকের বাক্য নাহি ধরে। পুত্র পরিজনে লয়ে আনন্দ বিহরে ॥ ভরণ পোষণ লাগি চিন্তিবে সতত। না জানিবে পরমেতে পরিরবি সুত ॥ অসত্য কর্ম্মেতে রত হবে সর্ব্বক্ষণ। প্রাণান্তে না করিবেক মোর গুণাগান ॥ অহিকের সুখে সদা মত্ততা হইবে। পরমার্থে কি হইবে তাহা না চিন্তিবে ॥ নারী হয়ে উপপতি করিবে সেবন।

নিজ পতি নন্দমেতে গরল ভোজন॥ ছাড় নিধি ধন পেয়ে তমঃ
বুদ্ধি হবে। গুরু বৈষ্ণবেরে সদা অবজ্ঞা করিবে॥ মাতা পিতা
গৃহ দারা পুত্র বন্ধুগণে। আপনং বলে রবে অচৈতন্যে॥ নিজ
দেহ নিজ নহে জানিতে না পারে। আপনং বলি পড়ে কারা-
গারে॥ দ্বিজগণ শূদ্রের স্থানেতে দান লবে। দান লয়ে কদা-
চিত সন্তোষ না হবে॥ হোম যজ্ঞ অর্চন স্মরণ ধ্যান ত্যজি। রহি-
বেক বিষয় মদিরা পানে মজি॥ ভূপতি হইয়া লোভী কলিযুগে
হবে। তাহে প্রজাগণ বহু যাতনা পাইবে॥ জীবগণে পাপী
দেখি সহস্র লোচন। অকালেতে করিবেক বারি বরিষণ॥ দিবা-
করের জ্যোতিতে করিবে দাহন। বায়ু মন্দ বহিবেক ঘোর খর-
শান॥ অনন্ত পাপীর পাপ ভার পেয়ে অতি। ধরিতে না পারি
বেক এই বসুমতী॥ প্রাণিরে পাপীষ্ঠ দেখি শস্য অল্প হবে।
এমতে কলির জীব যাতনা পাইবে॥ না জানিবে হরিনাম কেমন
রতন॥ সদত ভ্রমিবে ছার ধনের কারণ॥ ধনের কারণে ঋষিগণে
নিপাতিবে। ধন লাগি পিতা পুত্রে বিবাদ করিবে॥ নিধান
সে ধন কোন স্থানেতে রহিবে। তাহা না চিন্তিবে মূঢ় কলিপ্রর
জীবে॥ কামাতুর হইয়া হরিবে পরদার। মহাপাপী হইবেক
মহা দুরাচার॥ কদাচারি হয়ে অশেষ যাতনা পাইবে। জীব
যন্ত্রণা কভু দূর না হইবে॥ জীবের যন্ত্রণা দেখি চাহিতে না পারি
প্রাণির যাতনে মোর যাতনা সুন্দরী॥ জীবে ত্রাণ লাগি রুক্মিণী
প্রেমধারা। শুধিবারে কলিতে চৈতন্য অবতার॥ নবদ্বীপ মণ্ডলে
মা শচির জঠরে। জনম লভিয়ে মুক্তি জীবে তারিবারে॥ জীবেরে
তারিতে নাম ধরিব গৌরাঙ্গ। দাদা বলরাম হইবেন নিত্যানন্দ
কালরূপ হৃদে রাখি গৌর হইব। সেই বলি জীবগণে প্রেমে
বিলাইব॥ সন্ন্যাসী হইতে হাতে কমণ্ডলু নিব। রাই রাধেং বলি
ভূতলে পড়িব॥ কটিতে কৌপীন আর ছেড়া কাথা গায়ে।
করেতে করঙ্গা নিব অনুরাগ হয়ে॥ যেমত তৃতীয়যুগে সেই বির
হিণী। তেমতি কলিতে অনুরাগী হব আমি॥ সে যে মোর সু-
প্রেম বিলাসী লক্ষ্মীসতী। তাহার নিন্দুকে কালে দণ্ডয়ে নিশ্চি-
তি॥ তার নিন্দা কদাচিত সহিবারে নারি। তাহার নিন্দুকে

অবলোকন না করি ॥ তমঃ করি যেইজন তার নিন্দা করে। সদন্ত পচয়ে সেই নরক কুণ্ডরে ॥ নরক হইতে ত্রাণ নহে কদাচন সদন্ত প্রহারে তারে দুরন্ত শমন ॥ যদি বল শ্রীরাধারে নিন্দা নাহি করি। তবে কেন তাহার তুলনা দেহ হরি ॥ তার বিবরণ কিছু কহিয়ে তোমারে। শুনঃ প্রাণসমা ত্যজি অহঙ্কারে ॥ রাধে আর রুক্মিণীর ভিন্ন নাহি হয়। এক বস্তু হয় দোঁহে জানিহ নিশ্চয় ॥ সেই ভদ্রকালী সেই শারদা পার্ব্বতী। সেই জনকনন্দিনী সীতা লক্ষ্মী সতী ॥ সেই সে ইন্দ্রাণী সেই ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী। সেই সে শ্রীরাধে সেই সে মোর রুক্মিণী ॥ রাধে আর রুক্মিণীতে ভিন্ন যার জ্ঞান ॥ কদাচিত সেই পাপী নাহি পায় ত্রাণ ॥ যত তার সুকর্ম্ম বিফল হয় সব। পাপ হৈতে নাহি পাবে ঘোর ভবার্ণব ॥ সংসারে বিষয়ানলেতে দহে সর্ব্বক্ষণ। রোগ শোক অনলেতে করে বিচরণ ॥ সেই মোর অমূল্য রতন ইন্দুমুখী। তার নিন্দা শুনে যাতে আমি হই দুঃখী ॥ দর্পকরি তার নিন্দা বারম্বার কর। তেমন সম সংসারেতে নাহি দেখি মূঢ় ॥ পঙ্কু হয়ে চন্দনেতে চাহ নিশ্চিন্ত বারে ॥ বামন হইয়ে চাহ শশী ধরিবারে। শৃগাল হইয়া পুনঃ গর্জ্জহ সিংহেতে ॥ মহীশক্ত যদ্যপি গোলক হইতে। সেইমত অন্তর তোমাতে রুক্মিণীতে ॥ সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণ ধরে সেই তার তুমি দাসী হইবারে যোগ্য নহ ॥ আর কি বলিব সেই রুক্মিণীর গুণ। সেই মম প্রাণ সম অমূল্য রতন ॥ নিগূঢ় কথন এই পুস্তক প্রধান। পয়ারেতে রচি কহে মূঢ় দাস শ্যাম ॥

ত্রিপদী। পরীক্ষিত নৃপবর, হয়ে হর্ষিতান্তর, মুনির চরণে ধরি কয়। কহ কহ মহামুনি, বাক্য অমৃতের খনি, শুনে তাপিত প্রাণ জুড়ায় ॥ মুনি বলে তার পরে, শ্রীকান্ত সত্যভামারে, কহে দর্পচূর্ণ করিবারে। শুন ওহে সুরঙ্গিনী, আর এক কহি বাণী, শুন পুনঃ কহিয়ে তোমারে ॥ দেখ বুঝি ভক্তাধীন, ভক্ত নীর আমি মীন, থাকি ভক্তের হৃদয় সাগরে। ভক্তেতে রেখেছে নাম, বাঞ্ছা কল্প তরু শ্যাম, পতিত পাবন কে বুঝায়ে ॥ ভক্ত যে দিগেতে যায়, কণ্টক বাজিবে পায়, বলে কণ্টক ঘুচাই আমি। যদি কেহ সংসারে, মোর ভক্ত সমাদরে, উপভোগ করায় তোমার

অনায়াসে সেই জনে, গোলোকে আমার সনে, রথে চড়ি করয়ে গমন॥ ভক্তের নিন্দুক জনে, মোর এই সুদর্শনে, মুণ্ড তার করিয়ে ছেদন। যেন নগরেতে সতী, সদা সেই অধঃগতি, কদাচ না করিয়ে মোচন॥ যদি ভক্ত বিপাকেতে, পড়ে ঘোর দুর্গমেতে, রহিতে না পারে গোলোকেতে। ছাড়ি গোলক মণ্ডল, গিয়ে সে দুর্গম স্থল, করি ভক্তে আপন কোলেতে॥ তারিবারে ভক্ত গণে, ফিরি মুঞি নানা স্থানে, তোরে যদি করিয়ে স্মরণ। কেন নাহি দেখা দেও, হে রামা স্বরূপ কও, স্বরূপেতে কহি বিবরণ॥ শুনি সত্যভামা কয়, ওহে নাথ দয়াময়, কেমনে এমন কহ হরি। বিবরণ না কহিলে যাব মুঞি কোন স্থলে, বুঝি নাথ করহ চাতুরী। কর কখন স্মরণ, না জানিহে সনাতন, স্মরণ বা জানিব কেমনে। যার চিন্তা সেই জানে, জানিবে কেমনে আনে, এত শুনি অদ্ভুত বচনে॥ এতেক বচন শুনি, কহে প্রভু চিন্তামণি, তোর সব দম্ভ অকারণ। নিন্দ মোর রুক্মিণীরে, তোরে মুঢ় কদাচারে, তুই মূঢ় অধম দুর্জ্জন। সে যে মোর প্রাণ ধন, জানে মনের কথন, স্মরণ মাত্রেতে দেখা দেন। তুমি মূঢ় মতি ভ্রম, কি জানিবি তার গুণ, জানে কিছু দেব ত্রিলোচন॥ মহিমা অপার তার বেদ বেদান্তের পার, হন তিনি মহিমার নিধি। প্রজাপতি শুভঙ্কর, শশধর দিবাকর, অন্ত তার নাহি পায় বিধি॥ শুনি সত্যভামা কয়, প্রত্যয় না মনে হয়, সেহ নাকি স্মরণে আইসে। স্মরণ কমল আঁখি করহ তাহারে দেখি, বিরচিয়া কহে শ্যাম দাসে॥ পুস্তক প্রধান এই, শুনে সেহ কাল জয়ী, ব্রজরাজ তারেন তাহারে। পাপ তাপ দূরে যায়, নির্ম্মল শরীর হয়, বৈরি নাহি পায় হানিবারে॥

পয়ার। অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর ভৎসিয়া রামেরে। স্মরণ করেন স্বয়ং লক্ষ্মী রুক্মিণীরে॥ আইসহ কমল কমলা আখি প্রিয়া। দম্ভ করি সত্যভামা নিন্দা করে তুয়া॥ সহিতে নারিয়ে তেঞি করিয়ে স্মরণ। এসে সত্যভামালয়ে দেহ দরশন॥ বচন স্বরেতে কৈনু বদন বিষণ্ণ। তুমি দেখা দিয়া পুনঃ দর্পকর চুর্ণ॥ এইমত স্মরণ করেন রুক্মিণীরে। স্বয়ং লক্ষ্মী জানিলেন থাকি নিজ পুরে॥ অন্তর

যামিনী মাতা জানি সমাচার। ভূষণ করেন অঙ্গে নানা অলঙ্কার নিগূঢ় কথন এই সুমধুর তায়। বিরচিয়ে কহে মৃত্যুমতি শ্যাম-দাস॥ কর্ণদ্বারে পান করি এতেক অমৃত। প্রেমানন্দে নৃত্যকরে রাজা পরীক্ষিত॥ পুনঃ মুনিবরে কহে করি যোড়করে। কহ মুনি স্বয়ংলক্ষ্মী কিবা রূপ ধরে॥ কিবা শ্রীঅঙ্গে ভূষণ কেমন কিরণ। কহ মহামুনি মোর এই নিবেদন॥ মুনিবলে নব গোরোচনা শ্রীঅঙ্গেতে। অতি সুশোভন নাহি উপমা জগতে॥ নীলপট্ট বসন শোভয়ে কিবা তায়। ভুজঙ্গিণী জিনি বেণী অতি শোভা পায়॥ বেণী যেন ফণী বিরাজিত মণিবৎ। তায় কিবা রত্ন গুচ্ছ অতি সুশোভিত॥ জিনি ব্রহ্মাণ্ডের যত সুউপমা গণ। তুলনা নাহিক শ্রীমুখমণ্ডল সম॥ গৌরস কপাল ইন্দু হইতে উজ্জ্বল। কস্তুরী তিলক তায় করে ঝল মল॥ কন্দর্প কোদণ্ড জিনি ভুরু-যুবলনি অলকা তিলক তদুপরি জিনি মণি॥ নেত্রে শোভে উজ্জ্বল কজ্জল শোভা জিনি। কটাক্ষ সন্ধান মনোহরী চকোরিণী॥ মনো-হর নাসা তিলফুল সম আভা। বেশর সহিত গজমুক্তা করে শোভা জিনিয়া সুগন্ধি-যুক্ত বান্ধুলির ফুল। আহা মরি শোভে অধরের দুটি কূল॥ কোটি শশী আভাতে নহে সমসর। যার শোভা কামদেব হৈতে অগোচর॥ কুন্দ পুষ্প জিনিয়া দন্তের কিবা জ্যোতি। মুক্তা হইতে সেহ সুশোভিত অতি॥ তাহে রক্ত রেখা-গণ চিত্ত মনোরম। যাতে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের উন্মত্ত মন॥ কর্ণে স্বর্ণ ঢেঁড়ি নানা রত্ন তার মাঝে। অবতংস তাহার উপরে কিবা সাজে বক্ষঃস্থলে চন্দন কস্তুরি বিন্দু। শ্রীবয়ান শোভা কোটি শরদের ইন্দু॥ পদ্মের মৃণাল জিনি বাহু সুবলনি। অঙ্গদ কঙ্কণ শোভে তা অধন্য মানি॥ নীলমণি চুড়ি হাতে নানা রত্ন শোভে। কৃষ্ণ-মন হংস বকবত যায় লোভে॥ করাম্বুজ করাঙ্গুলী তাহে রত্না-ঙ্গুরী। উল্লাসিত করে যার আভা সুমাধুরী॥ মনোহর হার গলে নানা রত্ন মিলে। পয়োধর বেড়ি কিবা শোভা বক্ষঃস্থলে॥ নাভি হৈতে রোমাবলী ঊর্দ্ধে শোভে ভালি। শিরে বেণী যেন ভুজ-ঙ্গিণী গলে হালি॥ মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি ত্রিবলি বন্ধন। ভাঙ্গে পাছে এই ভয়মানি সর্ব্বক্ষণ॥ বিস্তার নিতম্বমাঝে ক্ষুদ্রঘণ্টি

সাজে। মন্মথের চিত্ত মনোহর সর্ব্বথা যে॥ স্বর্ণের কদলী জিনি উরুযুগ শোভে। যার শোভা বাক্য অগোচর অজ ভবে॥ পীতবর্ণ রক্তের যেমন ছোটবাটা। জিনিয়া সে মহামায়ার জানুর ঘটা॥ যেই হেরে তার গর্ব্ব দূর করিমান। তবে সে এভবার্ণবে পাবে পরিত্রাণ॥ শরতের পদ্ম জিনি যার শ্রীচরণ। নূপুরের ধ্বনি যার সুমধুর গান॥ আহা মরি জিনি কত পূর্ণিমার চাঁদ। শোভে সে শ্রীপদাঙ্গুলের নখের ছাঁদ॥ নিগূঢ় কথন এই সুমধুর ভাষ। বিরচিয়া কহে মূঢ়মতি শ্যাম দাস॥

পয়ার। মুনি বলে একচিত্তে শুনহ রাজন। শুনিলে কলুষে কৃপা দেব সনাতন॥ তারপর স্বয়ং লক্ষ্মী ত্যজি নিজ পুরী। যান সত্যভামালয়ে পরম ঈশ্বরী॥ দর্শিতে আনন্দ মনে করেন গমন। গজেন্দ্রগামিনী কিবা সহস্র বদন॥ সত্যভামা লয়ে সঙ্গে প্রবেশে আপনি। যথায় আছেন প্রভু দেব চক্রপাণি॥ গলায় বসন লয়ে এক চিত্ত মনে। প্রণাম করেন দেবী প্রভুর চরণে॥ নলিনী দেখিলে যেন অলী মত্ত হয়। সেই মত রুক্মিণীরে দেখে দয়াময়॥ ত্বরা উঠি রুক্মিণীরে বাহু যুগে ধরি। আপনার উরুতে বসান গিরিধারী॥ বাম উরুতে বসান দেবী রুক্মিণীরে। মুখ বুক সিঞ্চিত করে অধরে অধরে॥ পয়োধরে করাঙ্গুলি করান মিলন। তাহা হেরি সত্যভামা করেন রোদন॥ রোদন করেন শিরে করাঘাত হানি। নেত্রের নীরেতে পঙ্ক করিল মেদিনী॥ কান্দিতে কান্দিতে ধরে শ্রীপাদ দুখানি। বলে কেন এত বাম মোরে চিন্তামণি॥ বিলাপ করহ যত রুক্মিণী সহিতে। হেরিতে দারুণ শেল বাজয়ে বক্ষেতে॥ গরল খাইব মুঞি এই নিবেদন। নতুবা অনলে পড়ি ত্যজিব জীবন॥ নহিলে সেতুতে মুঞি পশিব গা গিয়ে। কি কায আমার এ পাপ প্রাণ রাখিয়ে॥ আনিলে রুক্মিণীরে নিজমায়া হৈতে। কহিলে রুক্মিণী আইলেন স্বরগেতে॥ স্বয়ং লক্ষ্মী হয় সেই ধনে তৃণ জ্ঞান। স্মরণ মাত্রেতে মোরে দেন দরশন॥ কিন্তু এদাসীর মনে প্রত্যয় না হয়। আরাধিত বাক্য তব অন্যথা না হয়॥ যদি স্বয়ং লক্ষ্মী হয় রুক্মিণী

আপনে। যাহা কিছু দেখিলে প্রত্যয় হয় মনে ॥ এতেক বচন শুনি স্বয়ং লক্ষ্মী সতী। ঈষৎ হাসিয়া কয় সত্যভামা প্রতি ॥ পাইবে গো সঙ্গিনী দেখিতে কিছু যাহা। একমনে ইচ্ছ এ নাথের পদছায়া ॥ ইহা শুনি সত্যভামার বিষণ্ণ বদন। মনে মনে চিন্তে চিন্তামণির চরণ ॥ হেনকালে দেখি এক নারী শূন্য পথে। ঘোররূপা লোলজিহ্বা অসিচর্ম্ম হাতে ॥ দিগম্বরী মুক্তকেশী কটিতে কিঙ্কিণী। গজেন্দ্রগামিনী ধনী জগৎ মোহিনী ॥ চতুর্ভুজা নরশির হার দোলে গলে। কিবা সুশোভন কুচগিরি বক্ষঃস্থলে ॥ খঞ্জন নয়না সুধনুক জিনি ভুরু। নাভি কূপে শোভা রামরম্ভা জিনি ঊরু ॥ কোটি কোটি চন্দ্র আসি উদয় ভালেতে। সেরূপ তুলনা নাহি এতিন জগতে ॥ পূর্ণমুখ বসে পড়ে রুধিরের ধার। কাল রূপে জগৎ উজ্জ্বল দীপ্তাকার। পাদপদ্ম করপদ্ম অপে পদ্ম-মালা। সুধাপানে মত্ত তার হইয়ে বিহ্বল ॥ শ্রীমুখেতে শিব রাম রাম রাম বলে। উচ্চৈঃস্বরে প্রেমানন্দে অতি কুতূহলে ॥ ক্ষণে সীতা রাম বলি নাচয়ে আপনি। চতুর্দ্দিকে নাচে তার চৌষট্টি যোগিনী ॥ ডাকিনী পিশাচী নানা পক্ষী চৌদিকেতে। ঊর্দ্ধ বাহু করি নাচে বিকট দন্তেতে ॥ এমতে যোগিনী সঙ্গে লয়ে সেই নারী। রুক্মিণীর সমীপেতে আসি ত্বরা করি। আলিঙ্গন কৈল সেই রুক্মিণীর সঙ্গে। নিমিষেতে গুপ্ত পায় রুক্মিণীর অঙ্গে ॥ রুক্মিণীর অঙ্গে সেই হৈল অদর্শনে। তাহা হেরি সত্য-ভামা ভাবে মনে মনে ॥ মনে মনে চিন্তে এই ভদ্রকালী হবে। নৈলে এতাপিত প্রাণ কেন জুড়াইবে ॥ এই সব সত্যভামা চিন্মুকে চিন্তিতে। দেখে এক দিব্যযোগী পুনঃ শূন্য পথে ॥ বৃষোপরে আরোহণ বিভূতি ভূষণ। শিরে শোভে ভোগবতী অতি মনোরম ॥ থরে থরে জটাভার ভালে শোভে ইন্দু। পঞ্চ বদনেতে কিবা হাস্য মৃদু মৃদু ॥ ধুতুরার মালতী শোভয়ে সে কর্ণেতে। ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়ন ধুতুরা পানেতে ॥ ববম্ বম ববম্ বম ববম্ বাজে গাল। সম্মুখেতে নাচে নন্দী ভৃঙ্গি মহাকাল ॥ ডম-রুতে ডিমি ডিমি সদা ধরে তাল। শিঙ্গা বাজে ভোভো শব্দে শুনিতে রসাল ॥ উচ্চৈঃস্বরে সীতারাম সীতারাম বলে। রাম

নাচে মগ্ন ভাসে নয়নের জলে ॥ গলে দোলে হাড়মালা আর দোলে ফণী। অস্থিকার মুণ্ড দোলে করে হরিধ্বনি ॥ ক্ষণে পরিধানে সেই করে বাঘাম্বর। ক্ষণে তাহা ত্যজ্য করি হয় দিগম্বর ॥ ভূত প্রেত যক্ষ রক্ষ দানব খেচর। চতুর্দ্দিকে নাচে তারা আনন্দ অন্তর ॥ এই মতে সবারে লইয়া সেই জন। রুক্মিণীর নিকটেতে দিল দরশন ॥ রুক্মিণীরে বহুবিধ স্তবস্তুতি কৈল। স্তব করি রুক্মিণীর অঙ্গে লুপ্ত হৈল ॥ তাহা হেরি সত্যভামা ভাবে মনে মনে। মনে মনে চিন্তে এই হবে কোনজনে ॥ হেন শক্তি নরের না হয় কদাচন। ভূতপ্রেত সঙ্গে লয়ে করলে ভ্রমণ ॥ গন্ধর্ব্ব না হবে বুঝি হবে দেবগণ। কিম্বা দেবরাজ কিম্বা দেবতা পবন ॥ কিম্বা প্রজাপতি কিম্বা হইবে শমন। কুবের বরুণ কিম্বা হবে ত্রিলোচন ॥ কৈলাসের নাথ হবে ইথে নাহি আন। এই সব সত্যভামা করে অনুমান ॥ হেন কালে দেখে এক পুরুষ রতন। পূর্ব্ব দিক হইতে তাহার আগমন ॥ হংসোপরে আরোহণ উজ্জ্বল বরণ। সর্ব্বাঙ্গেতে লেখা তার রাম গুণাগুণ। অঙ্গে ভাগীরথীর মৃত্তিকা যে লেপিয়ে ॥ তাহাতে শ্রীরামনাম লেখন করিয়ে। চতুঃমুখে সীতারাম রাম সীতা কয়। বলে মোরে রঘুবর দেহ পদাশ্রয় ॥ সৃষ্টি করিবারে এদাসেরে আজ্ঞা দিলে। পুনঃ লুপ্ত করিবারে আপনি ইচ্ছিলে ॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারক কর্ত্তা তুমি। এবে শ্রীচরণে স্থান দেহ রঘুমণি ॥ তুমি দিবাকর তব জ্যোতি সর্ব্বভূতে। তুমি নিজ জ্যোতি লবে কে আছে রক্ষিতে ॥ তুমি নিজ কৃপা বলে দিলে রাজোগুণে। সে শক্তিতে ত্রিজগত করিনু সৃজনে ॥ এই বাক্য বলে আর ভাসে নেত্র নীরে। হে প্রভু রাখহ মোরে বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥ উচ্চৈঃস্বরে ডাকয়ে মুকুট শোভে মাথে নিশাপতি মলিন সে মুকুট জ্যোতিতে ॥ কোটি২ চন্দ্র জিনি রূপের মাধুরী। আহা মরি কিবা রূপ বর্ণিতে না পারি ॥ নেত্র মুদি কর ধরি জপে রাম নাম। বলে হে কৃপার নিধি কর পরিত্রাণ ॥ একোল বলিয়া সেই দেবীর অঙ্গেতে। দেখিতে২ লুপ্ত হইল আচম্বিতে ॥ তাহা হেরি সত্যভামা জ্ঞানেতে জানিল। বলে এই লুপ্ত ব্যক্তি প্রজাপতি ছিল ॥ মুনিগণ মুখে শুনি চতুঃমুখ তার। আর

আছে চতুর্মুখ সুরের কাহার ॥ এইসব অনুমান করে সুরঙ্গিণী।
হেনকালে দেখে এক পরম কামিনী ॥ শিরেতে মুকুট শোভে
জড়িত রতনে। সেরূপ জ্যোতিতে হয় মলিন তপনে ॥ হেম
সিঁথি ভালোপরে মনোহর শোভা। পূর্ণিমার শশধর জিনি তার
আভা ॥ ভালেতে সিন্দুর পাশে অলকা তিলকা। তিলপুষ্প
জিনি কিবা সুন্দর নাসিকা ॥ তৃতীয় লোচন তার শোভয়ে অঞ্জন
খঞ্জনীর নেত্র নিন্দি তার ত্রিনয়ন ॥ ভুরু ক্ষীণ চন্দ্র যেন উদয়
গগনে। কামিনী হেরিলে মগ্ন হয় তত্ত্বজ্ঞানে ॥ সুন্দর অধরে
খসে হাসিতে দামিনী। দশনের জ্যোতি যেন তিমিরে ক্ষেমনি
মনোহর ওষ্ঠাধর বাক্য কিবা দোলে। যেই হেরে কোটি জন্মা-
ন্তরে নাহি ভুলে ॥ কর্ণের ভূষণ যেন প্রবাল সকলে। প্রভাতের
ভানু যেন উদয় গগনে ॥ হেমহার আর পদ্ম বীজ মালা গলে।
দাড়িম্বেরে নিন্দি শোভে স্তন বক্ষঃস্থলে ॥ গজস্কন্ধ জিনি তার
বক্ষ নিরমাণ। বিধি নির্মাইল নিন্দি করি সমস্থান ॥ দশভুজে
শঙ্খ আর শোভয়ে কঙ্কণ। আর তাহে শোভে নানা জাতি অস্ত্র
গণ। কক্ষঃস্থলে সুউজ্জ্বল নাভি সুগভীর। কটি শোভা হয় সে যে
নিন্দি করিবর ॥ উরু যুগে হেরি রাম রম্ভা যে লজ্জিত। পদে কত
আভরণ রত্নেতে জড়িত ॥ পাদপদ্ম গন্ধে কত শত অলি ধায়।
কোটি শরদের শশী শ্রীপদে লোটায় ॥ গৌরাঙ্গ নন্দন সে গৌর
রূপ খানি। যেন নব মেঘ কুলে স্থির সৌদামিনী ॥ মহিষ মর্দ্দিনী
সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ। অসুর দলনী আর সভাজ্য বদন ॥ দক্ষিণ
বামেতে তার দুই সুরঙ্গিণী। সে দোহার রূপ যেন ত্রৈলোক্য
মোহিনী ॥ নাম ধরে লক্ষ্মী সতী সুনাক বাসিনী। পরম বৈষ্ণবী
দোহে চিত্তে চিন্তামণি ॥ আর তার দুই পাশে দুইটি নন্দন।
নাম ধরে লম্বোদর আর ষড়ানন ॥ এই রূপে সবাকারে হয়ে সে
কামিনী। রুক্মিণীর অঙ্গে লুপ্ত হইলেন তিনি ॥ শিশুকে কথন এই
সুমধুর ভাব। বিরচিয়া কহে যুগমতি শ্যামদাস ॥ যেই সব এক
চিত্তে করিবে শ্রবণ। পদাম্বুজে স্থল তারে দেন সনাতন। শ্রবণ
মাত্রেতে তার শনির দৃষ্টি হরে। রাজদণ্ড পাপ তাপ সব যায়

দূরে ॥ যাহার যে কামনা শ্রবণে সিদ্ধ হয়। অন্তিমেতে রঘুবর দেন পদাশ্রয় ॥ মুনি বলে তার পরে শুনহ রাজন। শুনিলে কর্ণে কৃপা দেব সনাতন ॥

ত্রিপদী। গিরি-রাজনের সুতা, ব্রহ্মাণ্ডের হর্ত্তা কর্ত্তা, তারিণী ভবার্ণবে পারকারি। এ ত্রৈলোকের জননী, রুক্মিণীর অঙ্গে তিনি, লুপ্ত হইলেন শুভঙ্করী ॥ আর যত দেবগণ, কুবের আদি বরুণ, শমন পবন দিবাকর। গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ, আর সহস্রলোচন অশ্বিনের আর শশধর ॥ যাহার যেই বাহন, করি তাহে আরোহণ, ছাড়ি সুরপুর সকলেতে। দেব দেবী সকলেতে, রুক্মিণীর শ্রীঅঙ্গেতে, লুপ্ত হইলেন আচম্বিতে ॥ আর সংসারের প্রাণী, নর নারী সর্পিণী, পশু পক্ষ পর্ব্বত কানন। পিপীলিকা ভুজঙ্গিনী, সিংহ ব্যাঘ্র কুরঙ্গিণী, মৃগ আদি নানা জীবগণ ॥ কীট পতঙ্গ প্রভৃতি, নানাকারে জন্তুগতি, আসি ঈশ্বরীর সমীপেতে। কান্দিতেছে [illegible] দেহ গো মা পদাশ্রয়, তোমার নিজ কৃপা হৈতে ॥ ঘোর [illegible] তিমিরে, তোমা বিনা কেবা তারে, বিনা [illegible] না [illegible]। দীন দীনহীন জনে, তার আপনার গুণে, কাশীশ্বরী ঈশ্বরী কমলা ॥ তুমি দেবী ত্রিলোচনী, ব্রহ্মাণ্ডের সনাতনী, তুমিত গো সহস্রলোচন। তুমি সৃষ্টি স্থিতি, তুমিত গো আদ্যাশক্তি, তুমিত গো ব্রহ্ম পুরাতন ॥ তুমি হরের গৃহিণী, তুমি ব্রহ্মার ব্রাহ্মণী, তুমি নারায়ণী সনাতনী। করণ কারণ কর্ত্তা, তুমিত গো ত্রিজগতে, পদাশ্রয় দেহ গো জননী ॥ এমতে করিল স্তবন, সংসারের প্রাণীগণ, ঈশ্বরীর পদে লুপ্ত হয়। হরি পদ করি আশ, দুর্মতি শ্যামদাস, গুপ্ত বাক্য প্রকাশ করয় ॥

পয়ার। তার পরে আচম্বিতে পরম ঈশ্বরী। হইলেন পুরুষ প্রকৃতি বেশ ছাড়ি ॥ দ্বিতীয় যে হইলেন মুকুন্দ মুরারি। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কিবা রূপের মাধুরী ॥ নব জলধর জিনি চিকণ বরণ। শিরে চূড়া বামে হেলা মুরলী বদন। নেত্র বঙ্ক অঙ্গ বঙ্ক বিনোদ বেহারী। বৈজয়ন্তী মালা গলে বক্ষঃস্থলে বেড়ি ॥ অধরে মুরলী বক্ষে ভৃগু পদ চিহ্ন। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন পদে সুশোভন ॥ পীত ধড়া পিন্ধন মোহন চূড়া মাথে। ময়ূরের পুচ্ছ কিবা শোভিত
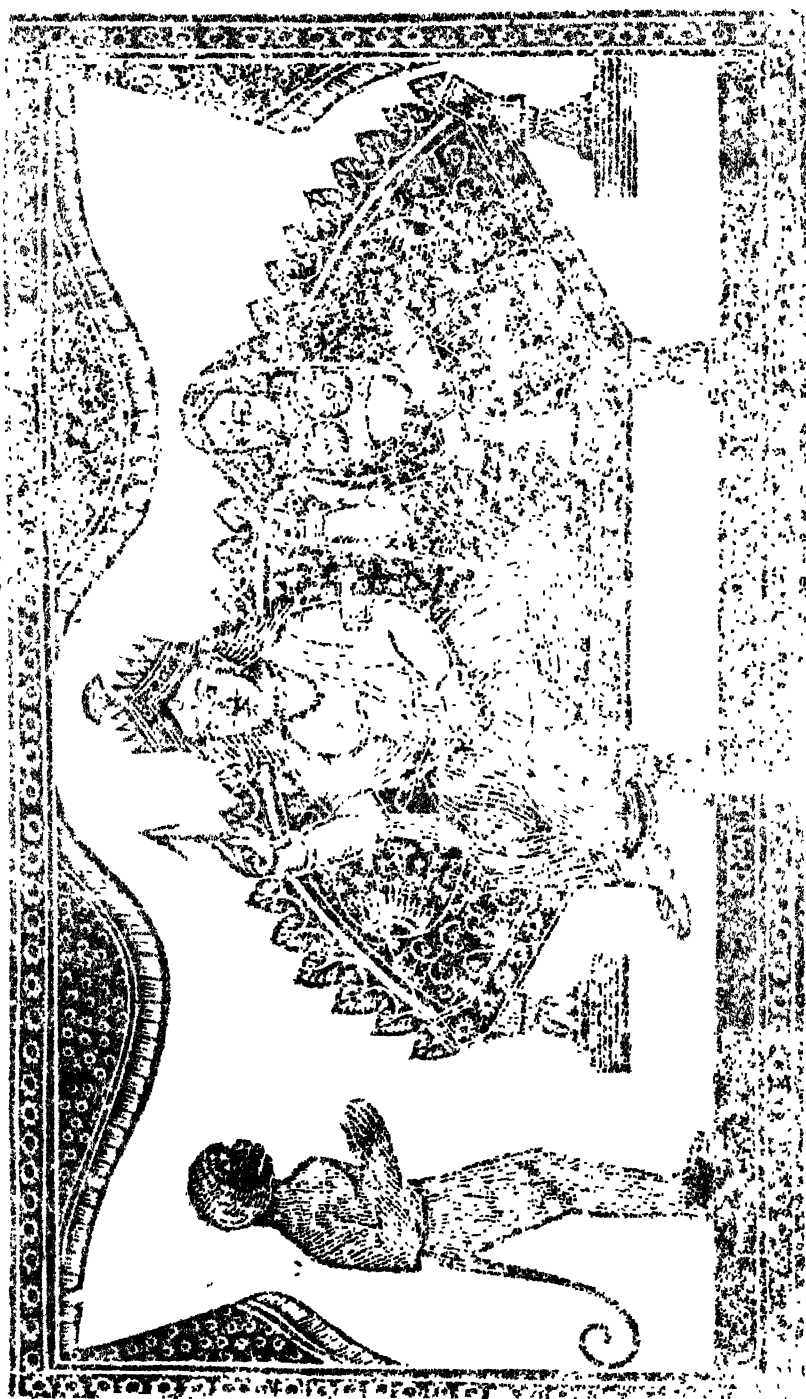
তাহাকে ॥ আপনার বল্লভের বেশ ধরি তিনি। মুরলী বাজান বলে রাই বিনোদিনী ॥ শ্রীরাধে বলিয়া বংশীতে ধরে তান। আর তাহে সুমধুর নানা বিধ গান ॥ নৃত্য গীত করিতেং সনাতনী। প্রভুর চরণে নাতা প্রণমে আপনি ॥ প্রভুর পদাম্বুজেতে প্রদক্ষিণ করি। প্রভুর অঙ্গেতে লুপ্ত হইল ঈশ্বরী ॥ প্রভুর অঙ্গেতে মাতা অদর্শন হৈল। সত্যভামা ঈশ্বরীর মায়াকে দেখিল ॥ মায়া গতে সত্যভামা পুর্ব্বমত দেখে। প্রভুর উরুতে বসি আছে চন্দ্রামুখে ॥ প্রভুর উরুতে বসি আছেন রুক্মিণী। অধরে অধর ঘন দেন চক্রপাণি ॥ তাহা দেখি সত্যজিত সুতা ভাবে মনে। স্বয়ং লক্ষ্মী রুক্মিণী ইহাতে নাহি আনে। দেবের প্রধান মহাদেব ত্রিলোচন। সেই রুক্মিণীর অঙ্গে হৈল অদর্শন ॥ দেবরাজ পুরন্দর আর প্রজাপতি। সেই রুক্মিণীরে কৈলা বহু বিধ স্তুতি ॥ স্তব করি রুক্মিণীর অঙ্গে অদর্শন। হইল তেত্রিশ কোটি মহাসুরগণ ॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর আর অপসর অপ্সরী। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র পশু পক্ষ নর নারী ॥ ত্রৈলোক্যের জীবে দেন পদাম্বুজে স্থান। স্বয়ং লক্ষ্মী রুকিমণীর ইহাতে নাহি আন ॥ হায় আমি কি করিনু ঈশ্বরী নিন্দিনু। জ্বলন্ত অনলে পতঙ্গ হয়ে পশিনু ॥ ব্রহ্মাণ্ডে আমার সম নাহিক অধম। স্বয়ং লক্ষ্মী ঈশ্বরীরে করিনু ভংসন ॥ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নারিনু চিনিতে। কত শত অপরাধ কৈনু শ্রীপদেতে ॥ আপনার গলে কুম্ভ আপনি বান্ধিয়ে। পাপের সিন্ধুতে আমি ডুবিনু অন্ধারে ॥ দুর্গম হইতে মোর নাহি দেখি ত্রাণ। ত্রাণকারী ঈশ্বরী বিহনে নাহি আন ॥ তার অপরাধী মুঞি চাড়ু স্থরাশয়। হায় আমি না পাইনু সে পদ আশ্রয় ॥ ঈশ্বরী ঈশ্বর একব্রহ্ম নিরূপণ। তবেত হইনু মুঞি দোহার বর্জ্জন ॥ হায় আমি কি করিব না দেখি উপায়। দুর্গমেতে চিরকাল স্থল হৈল প্রায় জঠর যন্ত্রণা মোর দুর না হইল। এই সব চিন্তি রামা অচেতন্য হৈল ॥ কতক্ষণ পরে পুনঃ চেতন পাইয়ে। রুক্মিণীরে স্তব করে দন্তে তৃণ লয়ে ॥ শূন্য বাণী শুনে করি হরি পদে আশ। বিরচিয়ে কহে মূঢ়মতি শ্যামদাস ॥
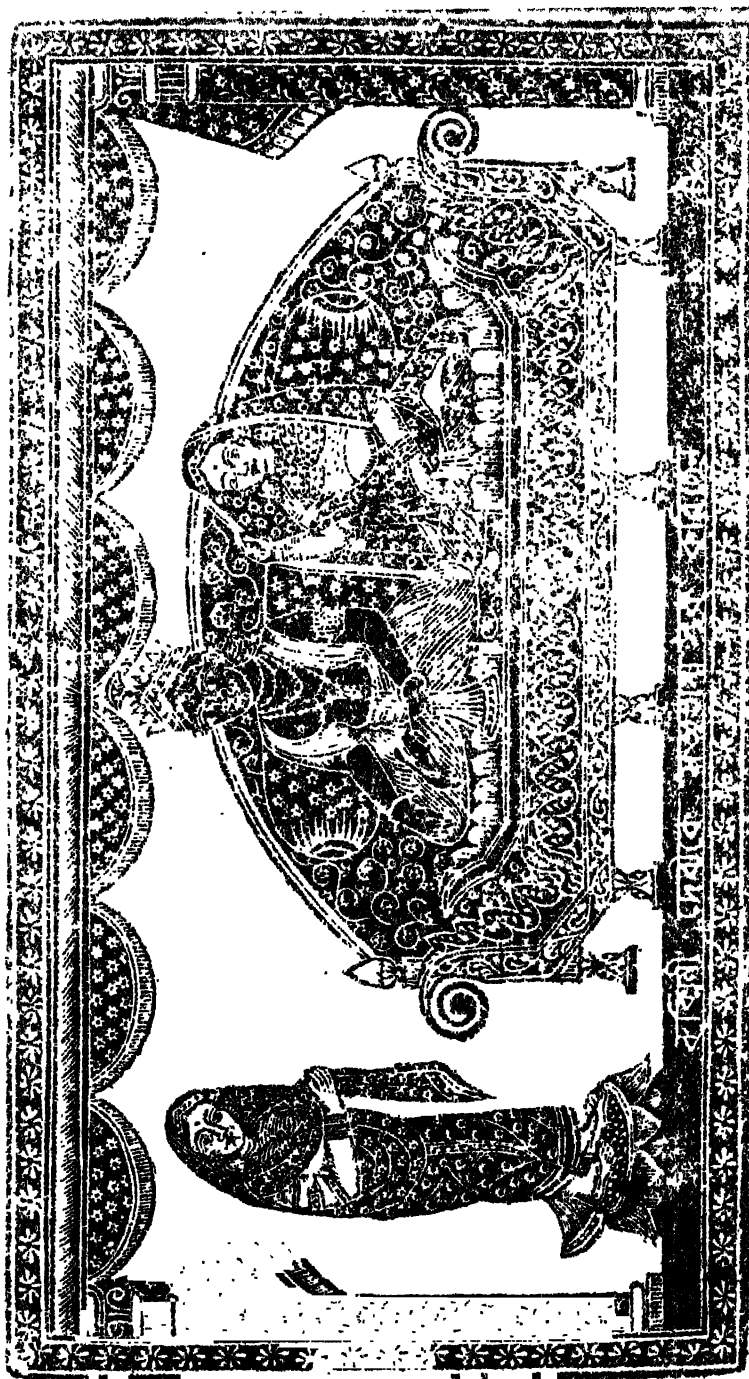
ত্রিপদী। ঐরাতুল শ্রীচরণে, মুঞি পাপিনী অজ্ঞানে, অপরাধ কৈতে না করিনু। এমুড় সতীনে হেরি, ক্ষমা কর গো ঈশ্বরী, তব পাদে শরণ লইনু॥ তোমারে ভৎসিয়ে আমি, হইলাম অধোগামী, কি হবেগো আমার অন্তিমে। বুঝি নরক মাঝারে, রহিতে হইল মোরে, দণ্ডাঘাত করিবে শমনে॥ হায় হায় কি করিনু, সুধা ত্যজি বিষ খানু, দাসীত্ব না কৈনু গর্ব্ব করি। মত্ত হয়ে অহঙ্কারে, তোমারে চিনিতে নারে, ভবে ডুবাইনু তনুতরি। কৃপা কর কৃপাকারী, আমিত দাসী তোমারি, বিকাইনু রাঙ্গা চরণে। যদি ঘৃণা কর তুমি, জাহ্নবীর নীরে আমি, পরাণ ত্যজিব এইক্ষণে॥ সতিনী ভাবেতে কত, করিলাম মান হত, অপরাধ করহ মোচন। এবে জনমের মত, পদাম্বুজেতে বিক্রিত, করিলাম তনু প্রাণ মন॥ আমি অতি পাপী জন, অহঙ্কারে দিয়ে মন, তোমারে কহিনু কুবচন। হইলাম অধোগামী, কি হবেগো সনাতনী, বুঝি না পাইনু শ্রীচরণ॥ অপরাধ ক্ষমা কর, দাসাদি দাসীরে হেরে, করুণার নিধি কৃপাবান। দুর্জ্জনে তারিতে হবে, অস্থল সে ভবার্ণবে, পদাম্বোজে দিতে হবে স্থান॥ তুমি নগেন্দ্র নন্দিনী, মহা অসুর নাশিনী, শারদা সর্ব্বাণী ত্রিলোচনী। তব মায়া বুঝিবারে, ত্রৈলোক্য কেহ না পারে, বেদে যারে বলে নারায়ণী॥ তুমিত গো আদ্যাশক্তি, পরম ঈশ্বরী সতী, মুক্তি পদ দায়িকে আপনি। মূঢ়মতি পাপিনীরে, তারিতে হবে তোমারে, ব্রহ্মময়ী ত্রিগুণ ধারিণী॥ তুমি বিধাতার বিধি, তুমি করুণার নিধি, অপরাধ ক্ষমিতে হইবে। কহে শ্যাম দীনহীনে, রাতুল পাদ অন্তিমে, তনু মন কি মতে রহিবে॥

পয়ার। স্তুতি বাণী শুনি স্বয়ংলক্ষ্মী হর্ষ মনে। বরলহ বলে রহ বলেন সাক্ষনে॥ সত্যভামা বলে বর দেহ সনাতনী। অন্তিমেতে পাই যেন শ্রীপাদ দুখানি॥ তথাস্ত তথাস্ত কহিলেন নারায়ণী। বরপায়ে আনন্দিত দেবী সুরঙ্গিনী॥ বর পায়ে আনন্দিত বামা যে অত্যন্ত। এত দূরে নিগূঢ় কথন হৈল অন্ত॥ হরি হরি বলেতে বল সর্ব্বজন। অন্তিমে পাইবে শ্রীকান্তের শ্রীচরণ॥

সমাপ্ত হইল [illegible]